শারদ পত্র

আশ্বিন ১৪১৯/অক্টোবর ২০১২

উত্তরণ

সিয়াটল, ওয়াশিংটন, ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা

www.uttoron.org

সম্পাদকঃ
সন্দীপন সান্যাল

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ
রাকা মুখার্জি (মাউন্ট রেইনার)
ভিভেক দত্ত (মা দূর্গা)

প্রচ্ছদ ডিজাইনঃ
জয়দীপ দাস

স্কেচঃ
সন্দীপ দেবনাথ
মৈত্রেয়ী ধর
সন্দীপ পাল
ওনেজা ফেরদৌস

সহযোগিতায়ঃ
সৌমিত্র সিন্‌হা
রতন দাস
আজম খান
শান্তা গাঙ্গুলী
জয়দীপ দাস

Editor:
sandeepan sanyal

Cover Artist:
Raka Mukherjee (Mount ainer)
Vivek Dutta (Ma Durga)

Cover Design
Joydeep Das

sketch
sandeep Debnath
Maitreyee Dhor
Sandeep Paul
Oneza Ferdous

Editorial Assistance
Saumitra Sinha
Ratan Das
Azam Khan
Shanta Ganguly
Joydeep Das

SharodPatro 2012

Printing sponsored by
Oh! India
Fine Indian Cuisine
15600 NE 8th St #09
Bellevue, WA 98008

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgements)

বর্ণসফ্‌ট (BornoSoft)
http://www.bornosoft.com/
অভ্র (Avro)
http://www.avro.com

*'**শারদপত্র**' একটি অবাণিজ্যিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব লেখকের। প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকমন্ডলী দায়ী নয়। মুদ্রণত্রুটির জন্য সম্পাদকমন্ডলী ক্ষমাপ্রার্থী।*

© Copyright reserved by Uttoron, Uttoron is a registered non-profit organization
Uttoron, P.O. Box 3691, Bellevue, WA 98009-3691
Email: uttoronseattle@yahoo.com
http://www.uttoron.org/

সম্পাদকীয়

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির- ধোওয়া কুন্তলে,
বনের- পথে লুটিয়ে- পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।
মানিক- গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।"

আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্ত সিয়াটলে এই শরতে মহামায়া আসেন কালো মেঘের ভেলায় চড়ে। গ্রীষ্মের সেই পাকা বাতাবী লেবুর রোদ এখন অতীতের সুখস্মৃতি মাত্র। ধীরে ধীরে ঘন মেঘের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর সময় এখন। প্রকৃতির বেশ বদলের এই সন্ধিক্ষণেই দেবী আবির্ভূত হন আনন্দের পশরা সাজিয়ে। মহালয়ার অনেক আগে থেকেই শারদীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রিহার্সাল থেকে শুরু হয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের এক মহা সমাবেশের মহড়া। ছোট বড় সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয় তাতে। প্রবাসী বাঙ্গালী সত্ত্বা যেন খুঁজে পেতে চায় সেই মহাসমুদ্রের ওপারের আনন্দ আর স্মৃতিকে। সাথে নিতে চায় পরবরতী প্রজন্মকে। নাচ, গান, কবিতা, নাটক আর সেই সাথে ধূপ আর ঢাকের শব্দে বাঙ্গালী জেগে ওঠে অনাবিল আনন্দে। আর সবকিছুর মতোই বের হয় পূজোর পত্রিকা। অনেক লেখা জমা পড়েছে। ভাবতে অবাক লাগে কতটা ভালোবাসা থাকলে শত ব্যস্ততার মাঝেও এটা সম্ভব।

এবারের শারদপত্রে আমরা বেশ কয়েকটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছি। প্রচ্ছদের ডিজাইন করা হয়েছে বাচ্চাদের ছবি থেকে। অনেক কথার চেয়ে একটি ছবি অনেক বেশী কথা বলে। তাই উত্তরণের এ বছরের ইভেন্ট গুলোকে পরিবেশনা করা হয়েছে আলোকচিত্র দিয়ে। বেশ কিছু লেখা কয়েকজন বাঙ্গালী মহান ব্যক্তিত্বকে আর কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ইংরেজিতে লেখা হয়েছে, উদ্দেশ্য পরবরতী প্রজন্মকে কিছু জানানো। অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ আপনার সন্তানকে এই লেখাগুলো পড়তে অনুপ্রাণিত করুন। আমরা আহ্বান করেছিলাম বাবা- মা ও শিক্ষকদের নিয়ে লিখতে। সে গুলো নিয়ে রয়েছে বিশেষ অধ্যায়।

বরাবরের মতোই অনেক সহায়তা পেয়েছি অনেকের কাছ থেকেই। সকলের অনেক পরিশ্রমের ফসল এই পত্রিকা। আপনাদের ভালো লাগলে তবেই এর সার্থকতা।

সন্দীপন সান্যাল।

PRESIDENT'S MESSAGE

Greetings to all of you on the occasion of Sharodotsav. *This is the beginning of the festive season and let us forget* all our differences and celebrate with our friends and families.

At the start of 2012 we took some sincere steps to give a structure to the functioning of Uttoron and identified the following functional /focus areas.

Social: The social part of Saraswati Utsav, Boisakhi, Picnic and Durga Utsav including food service.

Cultural: The cultural events we host in our social events and stand alone cultural events.

Youth of Uttoron: We are putting lot of focus on our youth and taking small but meaningful steps to have a fully functional youth group in the coming years. It is time we incorporate the choices of our youth in our agenda.

Bangla School : We want to provide Bangla learning opportunity to our community kids at large and not just restrict it to a few.

Organization: This is the enabler with functions like logistics, website, marketing, communications, video library, vendor management etc.

This year we successfully worked with the above structure and we expect that this would be helpful to future committees. Our new website also portrays the same structure. There is a need to have an ongoing strategy and roadmap for Uttoron in order to be consistent from year to year. Resisting all temptations we did not do anything non-standardized and which cannot be replicated. This is important as we as an organization must have continuity and predictability.

There are two things which we planned but could not implement .The first one is the Y.O.U outdoor camping event and the second one is the Signature Series concert. The signature series concert was planned to give a dedicated time & platform to our local cultural icons.

I am very fortunate to work with a dedicated set of very talented people, who worked extremely hard throughout the year to deliver Uttoron's goals. Three cheers to this Executive Committee and I am very proud to be a part of this team. Our VP Parantap Lahiri is relocating to California. Parantap has been a great community leader and an excellent human being. He will be missed.

I would like to take this opportunity to recognize the services of few people who have helped us immensely this year.

SAUMITRA SINHA: Saumitra has been single handedly managing the Uttoron Book & Video library for many years. A thankless job he does year after year for our members. THANK YOU SAUMITRA.

SUVRO DUTTA: Suvro is the man behind our publications. With his extremely creative mind he has been supporting Uttoron for many years. THANK YOU SUVRO.

SUVABROTO ROY: Suvabroto is the man behind Uttoron's audio management. Year after year he has provided his services to our community cultural shows .THANK YOU SUVOBRATA.

INDRANIL BANERJEE: Indra does the stage decoration for Durga pratima .He is doing this for the past 5-6 years and starts his work with his team of volunteers at least a month before the celebrations. THANK TOU INDRA.

PARTHA MUKHERJEE: Without Partha da we do not have a DurgaUtsav or Saraswati Utsav. From the inception of Uttoron this extremely polite man is serving this community. THANK YOU PARTHA DA.

At the end Uttoron as an organization is not above you or below you, it is just with you.

ভালো থাকবেন ও সবাইকে ভালো রাখবেন

Regards

Joydeep Das

President

On Behalf of the Executive Committee 2012

Parantap Lahiri (Vice President)	*Always ready with a helping hand.*
Pritam De (Secretary)	*Organizational matters, picnic, food…rock solid support for all.*
Prasenjit Hazra (Treasurer)	*A no nonsense treasurer with responsibility for our cricket camp*
Syamal Roychowdhury	*A true mentor and one of the key driving force behind Y.O.U.*
Rajarshi Ray	*The man behind our new website and much more.*
Dr Madhurina Roy	*Our Y.O.U coordinator and cultural support…invaluable*
Malay Chakraborty	*Changed the definition of Food served by Uttoron…for good*
Rumela Ganguly	*Puja affairs, picnic, Y.O.U mentor, cultural…just invaluable*
Abhisekh Mondal	*Will need a full page to write…in one word "AMAZING".*
Subroto Sarkar	*Whenever you need a helping hand he is there, every time and silently.*
Chiranjib Sarkar	*Made look complex logistics so simple with his everlasting smile and clinical planning.*
Sandeepan Sanyal	*A simple person who quietly delivers incredible work on all Uttoron publications.*
Mausumi Mallick	*Puja affairs and Y.O.U mentor, a straight shooter ready to help anywhere*
Indrajit Sur	*Our revenue man and cultural support. Indra's two cents makes dollars at the end.*
Niranjan Adhikary	*In a short time Niranjan showed how valuable he can be to our community.*

SPECIAL THANKS

Our Community Members

All volunteers at Uttoron Events

All participants at various cultural events hosted by Uttoron

All Ex presidents and Executive Committee members of Uttoron.

Parents and teachers of Ankur Bangla School

Y.O.U (Youth Of Uttoron) Day participants & supporters.

NABC 2012 BOOK FAIR TEAM

Sumit Roy (Chair) Subha Bhattacharyay Kakali Bhattacharyya
Suvro Dutta Sujoy Dutta Saumitra Sinha

NABC 2012 & UTTORON PARTNERSHIP

Chanchal Banerjee Piyali De (Biswas)

UTTORON NEW WEBSITE

Rajarshi Roy

UTTORON ANDROID APPLICATION

Mousumi & Dibyendu Mukherjee

UTTORON THEME SONG

Somak Chattopadhaya & Brishti Band

UTTORON PHOTO CONTEST JUDGES

Suvro Dutta (Chair) Anjan Das Chiranjib Sarkar Rajarshi Roy

NANDIKAR & SUBHOMITA HOSTS

Sumana & Debabrata Dey Rupa & Subrata Sarkar
Estela & Syamal Raychaudhuri Suparna & Jayanta Banerjee

Durga Puja Decoration Team

Indranil Banerjee Nicholas Das Ratula Chakraborty Upasona Sinha
Susmita Chattopadhyay Oindrila Paul Keka Mukherjee Sumana Dey
Saimoon Banerjee

VARIOUS

Amitava Lahiri Abhijit Chatterjee Kakali Bhattacharyya Dr. Kunal Gangopadhyay

ORGANIZATIONS

Microsoft Corporation Seattle Indian Music Academy (SIMA) & Arijit Mahalanabis
Bellevue School District Redmond School District
Bellevue College Oh India Restaurant
Fire Stations (For Ankur Classes)

Uttoron Sharodotsav

OCT 26 , 27 & 28 at Bellevue College

Rabindra Sangeet

SANDHYA ARTI
DHUNUCHI NAACH

Bhangra Jammers

Nostalgia

SHRISTI
a katthak poetry

IKTARA

সূচীপত্র

রচনা	লেখক	পৃষ্ঠা
Uttoron 2012 Events		৯
Cultural Ambassadors		১৫
First 2012 Photo Contest Winner		২৩
গল্প		
পাথর	জাহিদ হোসেন	১৭
আম জনতা ও তার রক্ষক	সৌমিত্র সিন্‌হা	৩৪
Crab Nebula	Surtaz Khan	৪০
কালান্তরী	শুভ্র দত্ত	৫৮
বিশেষ		
প্রিয় বন্ধু	সন্দীপন সান্যাল	৪৮
দ্রোনাচার্যের মর্ত্যে পুনরাগমন	আনন্দ সরকার	৬৩
কবিতা		
আয় গো সবাই আয়	ইলা দত্ত	১৬
শুধুই যেটুকু নেব	সানজিদা মৌসুমি	২২
স্মৃতি কাতর	সুজয় দত্ত	২৮
জীবন	সোমক	৩৭
একাকীত্ব	আজম খান	৪৫
দলছুট	সুজয় দত্ত	৫৭
ডেঙ্গু	জয়দীপ দাস	৬২
বৃশ্চিক	দেবব্রত দে ও সুজয় চট্টোপাধ্যায়	৬৮
মহাপুরুষ		
A Stranger Artisan Of Bengali Literature	Shekhar Sanyal	২০
বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু	প্রদীপ দেব	২৪
Contributions of Swami Vivekananda	Anik Das	৩০
আলাউদ্দিন খান	শান্তিব্রত ঘোষ	৪২
Legendary Bengali Scientist Sir Jagadish Chandra Bose	Dr. Nil Ratan Saha	৫৫
বিবিধ		
বাংলা রেসোর্স লিংক		৩২
International Mother Language Day	Tirthadeep Sanyal	৬৫
জমিয়ে বৃষ্টি	সোহিনি সাহা বন্দোপাধ্যায়	৭০
কচি কাঁচা		
কলকাতা	কিরণ চক্রবর্তী	৩৯
গরমের ছুটিতে	তীরা চক্রবর্তী	৩৯
এ বছর গরমের ছুটিতে	শিহান গাঙ্গুলি	৩৯
আমাদের পোষা বাঁদর	ঈশান গাঙ্গুলি	৪৫
কমিক	রাজদীপ দাস ও দীপায়ান সান্যাল	৪৬
Leatherback Sea Turtles	অনিকেত দাস	৪৭
The Underground cities of Derinkuyu and Kaymakli in Cappadocia	অনীশ চৌধুরী	৬১
ছোটদের ছবি		
ছবি	শ্রেয়া দত্ত	২১
ল্যান্ড স্কেপ	প্রতিভা গুপ্ত	৩১
ছবি	তিথি	৩৩
ছবি	অনির্বান ঘোষ	৩৩
দুর্গা	ঋক ভট্টাচার্য	৩৩
ছবি	ঋষা ভট্টাচার্য	৩৩
ছবি	সমিক দাস	৩৩
ছবি	অনিকেত দাস	৩৩

UTTORON – 2012 EVENTS & ACTIVITES

SARASWATI PUJA – Jan 28th 2012

BOISAKHI – SUTANUTIR BUKE – April 14th 2012

PANDIT AJAY CHAKRABARTY SHOW (Jointly hosted with SIMA) – June 10th 2012

NANDIKAR THEATER GROUP & SUBHOMITA SHOW – July 21st 2012

MEET & GREET DINNER & NANDIKAR WORKSHOP – July 20th 2012

ANNUAL PICNIC – PERRIGO PARK – August 11th 2012

YOUTH OF UTTORON (Y.O.U) DAY – 8TH Sept 2012

Y.O. U ACTIVITES 2012

ANKUR BANGLA SCHOOL

SUMMER CRICKET CAMP

UTTORON YOUTH PHOTO CONTEST

All photos can be viewed at www.uttoron.org

NABC 2012 LAS VEGAS & UTTORON

Uttoron for the first time participated in the NABC Organizing Committee .The Book Fair at NABC 2012 was managed by us and we had community members working in other sub committees.

PARTICIPATION IN LITTLE MAGAZINE FAIR IN KOLKATA

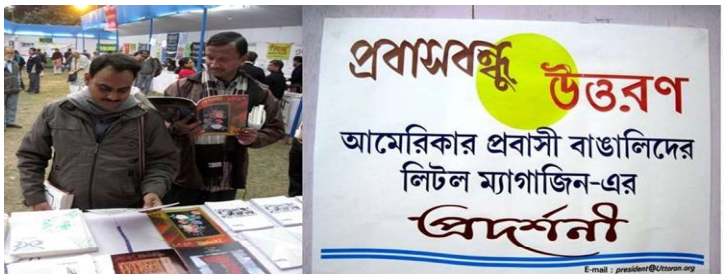

SOUND WORKSHOP TO BUILD A SOUND MANAGEMENT TEAM (2 WORKSHOPS HELD)

NEW WEBSITE LAUNCHED

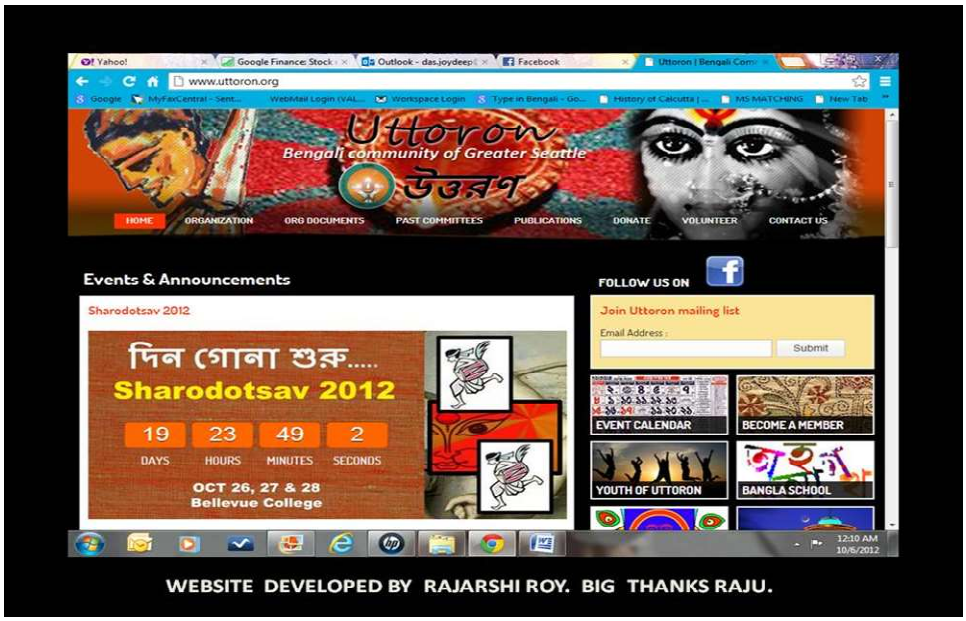

NEW FACEBOOK PAGE & ANDROID APPLICATION LAUNCHED

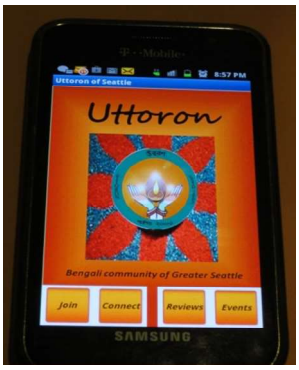

BENGAL AID FUND

This is a new initiative where we started a fund with the intention of helping NGO projects in West Bengal India. We started this with $500 and hope to build a fund where we can support specific developmental projects. We have just taken the first step and this will evolve in the future years.

SUPPORT TO AMRITA SEATTLE

Uttoron humbly supported Amrita Seattle a local nonprofit by waiving the non profit participation fees in events like Boisakhi & Durga Puja .

OUR CULTURAL AMBASSADORS – A LAND MARK YEAR

The play **HOITE SAABDHAN** directed by Jayanta Banerjee & Partha Pratim Dey for our community performed at **North America Bengali Conference (NABC) 2012 ,Las Vegas** . Congratulations Hoite

Bengali Gourmet and it's founder Sutapa Roy got invited to **Atlanta Banga Sammelan 2012**. Bengali Gourmet cookbook was also launched during this event.

Our local Bengali drama club, Brishchik, staged **"Kshama Karo"** in the **Dipika Dasgupta Memorial Natyotsav 2012 in Houston** during the Memorial Day weekend. Congratulations to Brishchik and Kshama Karo team.

Seattle's only Bangla band **Bhristi's** first national tour to support Ovarcome Non-Profit Inc in **Houston**..Oct 6, 2012.

"Thikana" another play staged by Brishchik at **Natya Mela ,CA** during the weekend of Feb 4th,2012

আয় গো সবাই আয়

ইলা দত্ত

তোরা আয় গো ছুটে আয়
মিলন মেলার ডাক এলো যে
কাশের দোলায় – শিউলি তলায়,
তোরা আয় গো সবাই আয়।

বইছে বাতাস ভুবন জুড়ে
আগমনীর ঘুরে ঘুরে,
কি বারতা আনলো বয়ে
আমাদের সব ঘরে ঘরে।

এই সুখীর হাওয়ায় মাতবো সবাই
গাইবো নূতন গান,
বর্ষা শেষের নবীন ছটায়
জুড়বে মোদের প্রাণ।

প্রাণের কথা কইবো মোরা
গাঁথবো পূজোর মালা,
সিয়াটলের সবুজ বনে
লাগবে খুশির দোলা।

পুলক জাগা শরত প্রাতে
মায়ের আশিষ পড়বে ঝরে,
ঘর ছেড়ে এই খোলা হাওয়ায়
তোরা আয় গো সবাই আয়।

পাথর

জাহিদ হোসেন

'আই উইল গিভ ইউ দ্য বেস্ট রক, বেইবী। আই প্রমিস।'

কতকাল আগের কথা।

দু বছর আগে তাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব হয়েছিল। ছেলেমেয়ে, নাতি- নাতনি আর অন্য আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে অনেক লোকের মেলা বসেছিল বাড়ীতে। সেদিন কিন্তু এই কথাটি মনে পড়েনি ইসাবেলার। কিন্তু আজ মনে পড়লো। তার মানে বায়ান্ন বছর আগে কথাগুলো বলেছিল জ্যাক। ভালো নাম হ্যারিসন স্মিট, বন্ধুরা আদর করে ডাকতো জ্যাক। সেদিন সন্ধ্যেবেলা জ্যাক ইসাবেলাকে প্রপোজ করেছিল।

সন্দীপ দেবনাথ

তখন জ্যাক সবেমাত্র গ্রাজুয়েট স্কুলে ঢুকেছে। হার্ভার্ডে জিওলজি পড়তে। ছাত্র মানুষ। পকেটে পয়সা ছিলনা তেমন। তাই খুব সরু একটা আংটির বেশী কিছু সে কিনতে পারেনি। হীরে- টিরে তো দূরের কথা, একটা কিউবিক জারকোনিয়াও ছিলনা আংটিতে।

ইসাবেলার একটু মন খারাপ হয়েছিল সেদিন। সেটা জ্যাকের নজর এড়ায়নি। দুহাতে ইসাবেলার হাত ধরে সে বলেছিল 'জাস্ট ওয়েট, বেইবী। আই উইল গিভ ইউ দ্য বেস্ট রক।'

জ্যাক কি তখন জানতো যে সে মহাশূন্য প্রোগ্রামে নাম লেখাবে? তখন কি জ্যাক জানতো যে সে এ্যাপোলো স্পেসশিপে করে চাঁদে যাবে?

পাশের চেয়ারটি এতক্ষণ ফাঁকা ছিল। এবারে কে যেন এসে বসলো সেখানে। ইসাবেলা ঘাড় ঘোরালো। রাজ্যের গভর্ণর স্বয়ং এসেছেন। তার পাশের চেয়ারগুলোও ভরে উঠেছে নানা হোমরা- চোমরা লোকেদের দিয়ে। সিনেটর জুডি অ্যান্ডারসন, কংগ্রেসম্যান স্কট ক্রোগান, স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল মাইক ইম্যানুয়েল। অন্য কোণায় জ্যাকের ন্যাসার সহকর্মী কয়েকজনকেও দেখা যাচ্ছে।

অনেকেই ইসাবেলার দিকে হাত নাড়লো।

গীর্জাটি এখন মোটামুটি ভর্তি। এই শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের ফিউনারেল। অনেকেই এসেছে তাই। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো নীচু স্বরে কথা বলছে সবাই।

ফাদার ম্যালকম উঠে দাঁড়ালেন মাইক্রোফোনের সামনে। গুঞ্জনটি আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল।

'বন্ধুগণ- আজকে এই চমৎকার রোদেলা দিনে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি আমাদের এক অতি প্রিয় বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাবার জন্যে। সে মানুষটি হচ্ছেন অ্যালাবামার বীর সন্তান মহাশূণ্যচারী হ্যারিসন স্মিট, আমাদের প্রিয় জ্যাক। জ্যাক ছিলেন অ্যাপোলো- ১৭ মিশনের একজন নভোচারী যিনি চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়িয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে জ্যাক ছিলেন- - - - ।''

ইসাবেলার কানে আর কিছুই ঢুকছে না। তার মনে পড়ছে জ্যাকের চাঁদ থেকে ফিরে আসার দিনটির কথা। তখন প্রতিটি চান্দ্রমিশনই ছিল ভয়াবহ রকমের ঝুঁকিপূর্ণ। নিরাপদে পৃথিবীতে না ফেরা পর্যন্ত পরিবারের সবাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতো।

সবার সামনে ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল জ্যাক। 'হাউ ইজ মাই স্কেয়ার্ড লিটল বার্বিডল?'

রাতে ঘুমাতে যাবার আগে জ্যাক তাকে একটি ছোট্ট খাম দিয়েছিল।

'তোমার জন্যে।'

'কি আছে এর মধ্যে?'

'মাই প্রমিস। দ্য মোস্ট এক্সপেনসিভ রক।'

'তার মানে?'খামের মধ্যে কড়ে আঙুলের নখের মতো ছোট্ট একটি পাথর। ধূসর রঙা, শুধু মাঝে একটু নীলাভ ফুটকি।

'এটা কি, জ্যাক?'

'চাঁদের পাথর। মুন রক। তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি ইসাবেল।'

'কিন্তু- ।'

'আমি জানি ইসাবেল যে কাজটি বেআইনি। চাঁদ থেকে আনা সব কিছুই ন্যাসাতে জমা দিতে হয়। আমি তা দিয়েছিও। শুধু এই ছোট্ট পাথরটা জমা দিইনি। তোমার জন্যে লুকিয়ে নিয়ে এসেছি।'

হাতের ছোট্ট পার্সে করে আজ ইসাবেলা সেই খামটি নিয়ে এসেছে। যে মানুষটি দিয়েছিল, সেইই আজকে নেই। এই পাথরের আর দাম কি রইলো তাহলে?

জ্যাক অনেকবারই তাকে বলেছিল পাথরটিকে একটা লকেট বানিয়ে গলায় পরতে। ইসাবেলা রাজী হয়নি।

'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে কি বলবো? থাক এটা এই খামের মধ্যেই থাক।'

'জানো ইসাবেল, তুমি একদম আমাদের এই পৃথিবীর মতো, বিউটিফুল এ্যান্ড ইউনিক। স্পেসশিপে পৃথিবীর নীলচে-সবুজ রূপের দিকে তাকিয়ে মনে হোত, কেবল কি এখানেই প্রাণ আছে? অন্য গ্রহেও কি প্রাণ ছিল একসময়, যা এখন আর নেই।'

'কে জানে? হয়তো অন্য গ্রহেও প্রাণ আছে কিন্তু সেটা হয়তো আমাদের মতো নয়।'

কফিনে শুয়ে থাকা জ্যাকের মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

মর্টিশিয়ান আর এমবামাররা খুব সুন্দর করে জ্যাককে তৈরী করেছে। জ্যাকের ইচ্ছেমতোই তাকে পরানো হয়েছে ন্যাসার মনোগ্রামওয়ালা জ্যাকেট।

শেষবারের মত জ্যাকের মুখটিতে হাত রাখলো ইসাবেলা। ভারী ঠান্ডা, কিন্তু তারপরেও ইসাবেলার ভয় লাগলো না। কফিনের উপর নীচু হয়ে জ্যাকেরকপালে চুমু খেলো ইসাবেলা। ফিসফিস করে বললো, 'গুড বাই, জ্যাক। কিপ দ্য সিট ওয়ার্ম ফর মি।'

কেউই খেয়াল করলো না যে ইসাবেলা সবার অলক্ষ্যে একটা ছোট্ট খাম জ্যাকের কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো।

তিন সপ্তাহ পর প্রবল বৃষ্টি নামলো শহরে। অ্যালাবামার মনসুন এবার যেন একটু দেরী করে এলো। লোকজনেরা একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো। প্রবল খরাতে লনের ঘাসগুলো প্রায় মরতে বসেছিল।

বৃষ্টি চললো এক নাগাড়ে ত্রিশ ঘন্টা। শহরের কিছু কিছু নীচু এলাকা ডুবে গেল পানিতে। তার মধ্যে একটি ছিল শহরের প্রধান সেমেটারীটি। পানিতে ডুবে গেল সবকিছু। মাটির নীচের কফিনগুলোতে ঢুকে পড়লো জল।

কত বিলিয়ন বছর পর কড়ে আঙুলের মতো ছোট্ট পাথরটি এই প্রথম পানির স্পর্শ পেলো। কত আলোকবর্ষ দূরে শুরু হয়েছিল তার যাত্রা?

জলের ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে গলে গেল রুবিডিয়াম আর একটি নাম না জানা এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা নীলাভ ফুটকির মতো দেখতে ছোট্ট কৃস্ট্যালটি। মহাজাগতিক রশ্মি থেকে প্রতিরক্ষার আর কোন দরকার নেই এখন। আদি পিতারা জানতেন যে জলের অভ্যন্তরে থাকা মানে নিরাপদ।

কৃস্ট্যালের গহীনে ঘুমিয়ে থাকা ভাইরাস গুলোর এখন জেগে ওঠার সময় হোল। শুরু হোল পৃথিবী নামের গ্রহটিকে দখল করার যুদ্ধটি।

A stranger artisan of Bengali literature

Shekhar Kumar Sanyal

This is a story of a man born in Calcutta in an Urdu-speaking aristocrat Muslim family of Persian origin, grown up in an atmosphere of Urdu and English, having no touch whatsoever of Bengali language or dialect.

He is Abu Sayeed Ayyub. My humble venture behind this short article is by no means an elaborate discussion on the life and works of Ayyub but a homage to the scholar and at the same time to inspire the new generation of Bengali origin living in North America to feel an urge for learning their own language so that at least in leisure they may be impelled to have a look at the golden heritage of their own literature in Bengali script. Why can't they do what a non- Bengali did with excellence?

Ayyub passed Entrance examination from St Anthony's School and I.Sc. from St Xavier College of Calcutta. By this time he became conversant with Urdu and Persian lyrics and led his passion in the pursuit of English and Urdu literature. After obtaining Honors degree with distinction in Physics from Presidency College he became interested in Einstein's Theory of Relativity. He studied Eddington's Mathematical Theory of Relativity under Professor Prashanta Chandra Mahalanabish. For some time he assisted Nobel-Laureate C V Raman in his research work `Raman Effect'. He could not attend M.Sc. examination due to ill health which troubled him all through his life since teens. He then opted for Philosophy and obtained M.A. degree with First Class. He was awarded research fellowship to work on Error in Perception and Thought under Professor Sarvapalli Radhakrishnan.

At that time it was far from anybody's imagination that this man, being impressed with the Urdu and English versions of **Gitanjali** of Nobel-Laureate Rabindranath Tagore, would devote himself in the learning of a language alien to him, in the ardent desire of studying the original work in Bengali. This he did with his own effort. He also learnt Sanskrit in the same way and studied The Gita and The Upanishad. Finally he achieved a very high standard of proficiency in Bengali language and literature out of profound love for Bengali culture and became one of the best contributors of the works of principal poet of Bengali - Rabindranath Tagore. He is no other than an accomplished gentleman Abu Sayeed Ayyub (1906-1982).

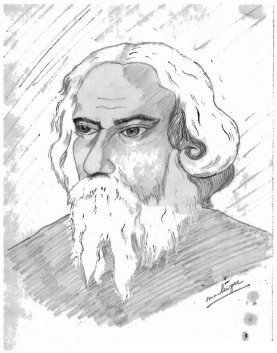

মৈত্রেয়ী ধর

Ayyub taught Philosophy in Krishnagar College, Presidency College, Calcutta University and Visva-Bharati (Santiniketan). A Rockefeller Foundation Scholar, first Professor of Indian Studies in Melbourne University of Australia, a Fellow of Simla Institute of Advanced Studies Ayyub ultimately cast the anchor as an essayist in Bengali. Over the years his interest for science was shifted to philosophy and then to literature. This gradual transformation in Ayyub profusely benefited Bengali literature. Thus a stranger from other language became one of the finest writers of modern Bengali prose. His predilection for creative criticism of lyrical poetry and exploring aesthetic value of verses gave him a permanent position in Bengali literary world. His first Bengali essay '***Vuddhivibhrat O Aparoksanubhuti***' published in ***Parichay*** in 1934 immediately drew attention of Rabindranath and Pramatha Choudhury. Though he had some writings on modern poetry his affinity with Tagore was matchless. His first book in Bengali '***Adhunikata O Rabindranath***' (Modernism

& Rabindranath) (1968) created sensation in the literary society of Calcutta. A series of lectures by Ayyub at Jadavpur University on `Poetry and Truth' in 1970 reflected his deep knowledge of Philosophy and his skills of poetic analysis. Tagore's world of serene beauty was portrayed on the canvass of Ayyub's mind. His book '***Panthjaner Sakha***' (Friend of Wayfarer) (1973) is a full-fledged analysis of Tagore's poems. Abu Sayeed Ayyub was not a prolific writer. But his works were both original and of exceptionally high quality. He will ever be remembered for the aforesaid books along with '***Pather Shes Kothay***' (Where is the end of way) and `***Byaktigata O Nairvyaktik***' (Personal & Impersonal) in Bengali and `***One Hundred and one Poems by Rabindranath Tagore***' (1966), '***Tagore's Quest***' (1980) and '***Varieties of Experience***' (1990) in English, leaving aside his other works. Ayyub was lauded for his contribution to literature by *Rabindra Puraskar*, *Sahitya Academy Puraskar*, Visva-Bharati's *Deshikottama* award and *Rabindra Tattvanidhi* of Tagore Research Institute.

Abu Syeed Ayyub was ranked with the highest level of Bengali intellectuals as he was an inseparable part of greater heritage of Bengali culture. He was a man of pleasing personality, decent test and above all elegant mind. He was completely free from religious narrowness, intolerance and unethical values. His wife Professor, writer and social activist Gouri Datta along with Moitraee Devi of Tagore family rendered invaluable humanitarian service during the Liberation War of Bangladesh.

Ayyub loved listening classical music, Bhajan and specially Tagore's songs. He remained absorbed in the splendor of Tagore's lyrics till the last moment of his life. Ayyub quietly passed away on 21 December 1982 when his bedside radio was sounding Rabindra Sangeet in its regular morning session.

There are instances of other people who were not born Bengalees but could not think themselves other than Bengalees and did valuable contribution for the development of Bengali language. Names of some great souls like David Hare, Derozio and Begum Rokeya may be remembered in this context.

---------- 0 ----------

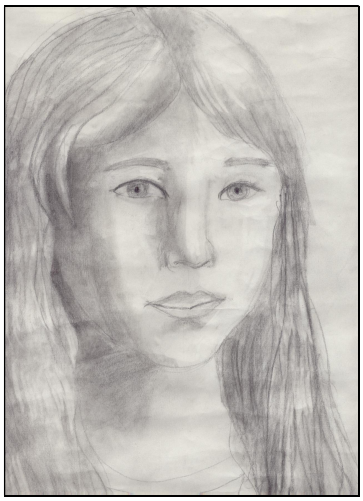

(বালিকা) শ্রেয়া দত্ত

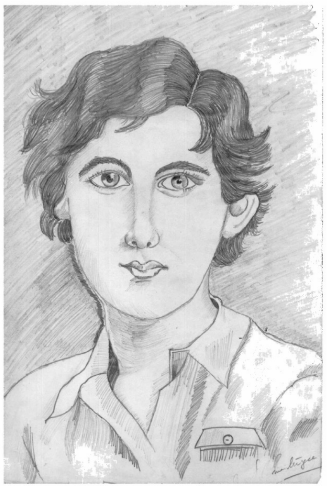

ক্ষুদিরাম (মৈত্রেয়ী ধর)

শুধুই যেটুকু নেবো

সানজিদা মৌসুমি

তোমার ঐ শক্ত হাতের মুঠোয় বন্দী ভালবাসাটুকু আমায় দাও,
আমি তোমায় স্নান করিয়ে দেবো ভালবাসার স্নিগ্ধ জলে।
তোমার ঐ ধূসর চোখের তারায় বন্দী আলোটুকু আমায় দাও,
আমি তোমার স্বপ্ন সৌধে জ্বালিয়ে দেবো অনাদিকালের মঙ্গলদীপ।
তোমার ঐ গহীন বুকের প্রাচীরে বন্দী ইচ্ছেটুকু আমায় দাও,
আমি তোমার শুভ্র আকাশে উড়িয়ে দেবো অগনিত বলাকার ঝাঁক।
তোমার ঐ তৃষিত ঠোঁটের গহনে বন্দী কথাটুকু আমায় দাও,
আমি তোমার সবুজ জমিনে বিছিয়ে দেবো পৃথিবীর সবচেয়ে সার্থক কবিতা।
তোমার ঐ সুদৃঢ় ঋজুতায় বন্দী প্রতিক্ষাটুকু আমায় দাও,
আমি তোমাকে নিয়ে যাবো প্রাপ্তির শান্ত সরোবরে।
তোমার ঐ নিভৃত হৃদয়ের আড়ালে বন্দী বেদনাটুকু আমায় দাও,
আমি শুধু সেটুকুই নেবো,
একান্ত আপন করে সাজাবো আমায়।

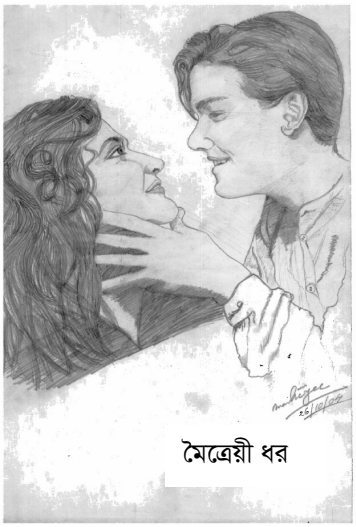

মৈত্রেয়ী ধর

B.L. Realty(India)Pvt.ltd
Beyond Walls And Boundaries...

Civil Construction.
Interiors and Architectural designing.
Building and Promoting.

Style, Quality and customer satisfaction under one roof

Reg.Off - Dhalua(N), Gamkal Lane, Srinagar Main Road, PS- Sonarpur, PO-Panchpota
Kolkata- 700152 , Email- blrealtyindia@gmail.com
Contact- Madhusudon Pramanik - +91-9051771478, +91-9433128866

USA Contact - Pankaj Pramanik - 1-919-225-2260
Email- blrealtyindia.usa@gmail.com

Website : www.blrealtyindia.wix.com/blrealtyindia

FIRST UTTORON YOUTH PHOTO CONTEST WINNERS

(All photos can be viewed at www.uttoron.org)

MeghnathDey_Grade4

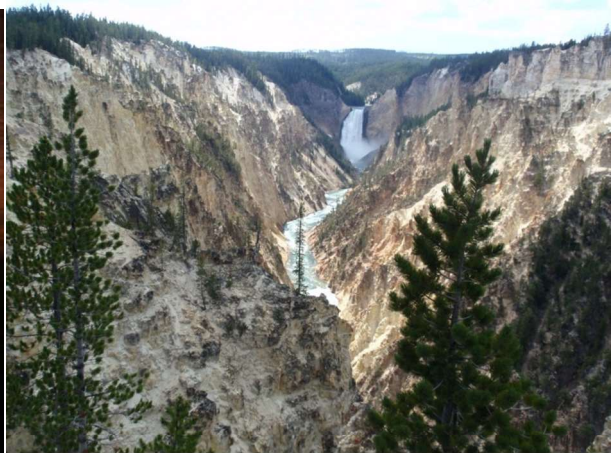

Deepnath Dey_Grade 5

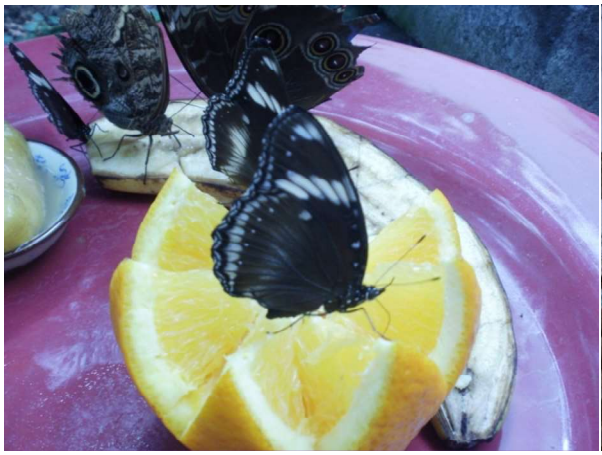

Sagnik Sinha Grade 3

AnishChaudhuri Grade3

AnishPal_Grade3

KeyaRoy_Grade6

বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রদীপ দেব

আলবার্ট আইনস্টাইন আমাদের কাছে যতটা পরিচিত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ততটা নন। কারণ প্রচার মাধ্যমে আইনস্টাইন সুযোগ পেয়েছেন সত্যেন বসুর চেয়ে বেশি। তাছাড়া স্বদেশী বিজ্ঞান সাধকের প্রতি আমাদের উৎসাহ বরাবরই কম। এ আমাদেরই দীনতা। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয়ে সত্যেন বসুর অবদান আইনস্টাইনের অবদানের চেয়ে বেশি। 'বোস- আইনস্টাইন' তত্ত্বের আলোচনায় সত্যেন বসুর নামের ঠিক পরেই আইনস্টাইনের নাম উচ্চারিত হয়। কিন্তু বিশ্ব-বিখ্যাত এই তত্ত্বের প্রায় পুরো কৃতিত্বই সত্যেন বসুর। আইনস্টাইন সত্যেন বসুর মূল গবেষণাপত্রটি ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ১৯২৪ সালে এবং প্রকাশের সময় সত্যেন বসুর সাথে নিজের নামটাও যোগ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য এটাও ঠিক যে সত্যেন বসুর নামের সাথে নোবেল বিজয়ী আইনস্টাইনের নাম যুক্ত না হলে হয়তো সত্যেন বসুকে যতটুকু সম্মান আজ দেয়া হয় তাও দেয়া হতো না। যেমন বেতার- তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য জগদীশ বসুর প্রাপ্য সম্মান তাঁকে দেয়া হয়নি।

আলোর মৌলিক কণা ফোটন, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বা আলফা পার্টিক্যল ইত্যাদি 'বোস- আইনস্টাইন সংখ্যায়ন তত্ত্ব' (Bose-Einstein Statistics) মেনে চলে। এ ধরণের কণাগুলো সত্যেন বসুর নামানুসারে 'বোসন' (Boson) নামে পরিচিত। কী অসাধারণ মৌলিক আবিষ্কারের বিনিময়ে এরকম স্বীকৃতি পাওয়া যায় তা বলাই বাহুল্য। আইনস্টাইন নিজেই সত্যেন বসুর কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন "এক কথায় অসাধারণ"।

বিজ্ঞান বিশ্বের এই অসাধারণ পন্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ বসু খুব সাধারণ বাঙালি পরিবারের সন্তান ছিলেন। ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারি উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ঈশ্বর মিত্র লেনের পৈত্রিক বাড়িতে তাঁর জন্ম। বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু, মা আমোদিনী দেবী। সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেলওয়ের হিসাব রক্ষক। নর্মাল স্কুলে প্রাথমিক ও হিন্দু স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন সত্যেন্দ্রনাথ। ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করেন তিনি। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১১ সালে আই- এস- সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স সহ বি- এস- সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯১৪ সালে এম- এস- সি পরীক্ষার আগে সত্যেন বসু ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মেয়ে ঊষাবতী দেবীকে বিয়ে করেন। ১৯১৫ সালে এম- এস- সি পরীক্ষায় মিশ্র গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বিদেশে গিয়ে পড়ালেখা করার ইচ্ছে সত্যেন বসুর ছোটবেলা থেকেই ছিল। এম- এস- সি'তে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পাবার পর তাঁর শিক্ষক প্রফেসর ডি এন মল্লিক সস্নেহে ডেকে বললেন, "এত বেশি নম্বর পেয়েছ পরীক্ষায়, বড় বেমানান লাগছে হে"। সত্যেন্দ্রনাথ ভাবলেন এবার মনে হয় সুযোগ এলো বিদেশ যাবার। কিন্তু হলো না। সে বছর পদার্থবিদ্যা বা গণিতের জন্য কোন বৃত্তি দেয়া হলো না। সবগুলো বৃত্তি পেলো রসায়নের শিক্ষার্থীরা। এত ভালো রেজাল্ট করার পরেও ভালো কোন চাকরির ব্যবস্থা হলো না। কিংবা বলা যায় এত ভাল রেজাল্টের কারণেই কোন চাকরি পাওয়া গেলো না। এত ভাল ছাত্রকে কেউ সাধারণ চাকরি দিতে চান না। তাঁর বাবা রেলওয়ের বড় অফিসারদের ধরে রেলওয়েতে একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ রাজী হলেন না। তিনি বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসামে চলে গেলেন। সেখানে গৌরীপুরের জমিদারের ছেলেকে প্রাইভেট পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন।

এর অনেক পরে সত্যেন বসু এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "পাশ করার পর প্রথম একটা বছর আমি টিউশনি করে কাটিয়েছি। এই এক বছরে বাইরের দু'একটা কলেজে ও অন্যান্য সরকারি অফিসেও চাকরির চেষ্টা করেছিলাম। হয়নি। যাকে প্রাইভেট পড়াতাম সে এখন সিনেমা জগতের দিকপাল কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। পাটনা কলেজে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। উইলসন সাহেব তখন সেখানকার প্রিন্সিপাল। স্যার যদুনাথ সরকার তখন সেখানে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু সেখানেও আমার চাকরি হলো না। তাঁরা জানালেন তাঁদের দরকার একজন সেকেন্ড ক্লাস এম- এস- সি। তখন ভাবলাম ফার্স্ট ক্লাস না পেয়ে সেকেন্ড ক্লাস পেলেই বুঝি ভালো ছিল। আর একবার বাবার বন্ধুর কথামত আলিপুর আবহাওয়া অফিসে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। জবাব এলোঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রের উপযুক্ত কোন চাকরি এখানে খালি নেই। প্রার্থী অন্য কোথাও দরখাস্ত করলে ভালো হয়"।

চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে করতে ক্লান্তি এসে গেল। নিজের পড়াশোনাটা আবার শুরু করার কথা ভাবছেন। এ সময় কলকাতার সায়েন্স কলেজে রসায়নে গবেষণা করছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডঃ প্রফুল্ল মিত্র প্রমুখ। সত্যেন বসু কেমিস্ট্রি পড়েন নি। ভাবছেন কী করা যায়। এদিকে জগদীশ বসু তখন পদার্থবিদ্যার গবেষণা থেকে সরে গিয়ে উদ্ভিদবিদ্যার দিকে ঝুঁকেছেন। উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির আহবানে সায়েন্স কলেজে

ফলিত গণিতের অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন ডঃ গণেশ প্রসাদ। উনি জার্মানি থেকে ডঃ কাইনের কাছে গবেষণা করে এসেছেন। সত্যেন বসু একদিন হাজির হলেন ডঃ গণেশ প্রসাদের কাছে। সত্যেন বসুর এম- এস- সি থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন ডঃ প্রসাদ। পরীক্ষার খাতায় অত্যন্ত কম নম্বর দেয়া এবং পরে কম নম্বর পেয়েছে বলে ছাত্রদের খোঁচা দেয়া ছিল তাঁর স্বভাব। কিন্তু সত্যেন বসুর থিসিসে খুব কম নম্বর দেয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষেও। তাই ডঃ প্রসাদ তাঁর স্বভাব- খোঁচাটা দিতে পারলেন না সত্যেন বসুকে। কিন্তু তাঁর আরেকটি অভ্যাস ছিলো – অন্যের বদনাম করা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভালো ভালো শিক্ষকের বদনাম করতেন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের পেলেই। ছাত্ররা, বিশেষ করে গবেষক ছাত্ররা ভয়ে কোন প্রতিবাদ করতো না। কিন্তু স্পষ্টভাষী সত্যেন বসু গুরুনিন্দা শুনে চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রতিবাদ করলেন। তাতে ডঃ প্রসাদ ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, "তুমি পরীক্ষায় যতই ভাল কর না কেন, তোমার দ্বারা গবেষণা হবে না"। কী আর করা। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলেন। ভাবলেন নিজেই যা পারেন করবেন। তত্ত্বীয় কিছু কাজও শুরু করে দিলেন।

এর কয়েকদিন পর বিহার সরকার কয়েকটি পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিলো। সত্যেন বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল জেম্‌স, ডঃ মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্টজনের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করে দরখাস্ত পাঠালেন। মনে মনে আশা করলেন যে এবার নিশ্চয় কিছু হবে। কিন্তু তাঁর চাকরি হলো না এখানেও। ডঃ মল্লিক একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, "বিহারের ডি- পি- আই আমাকে লিখেছেন – আপনার ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু এত ভাল যে আমাদের ঠিক দরকারে লাগবে না"। আশার বাতি আবারো নিভলো।

একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির কাছ থেকে ডাক এলো। শুধু সত্যেন বসু নয়, তাঁর মত আরো সব কৃতী ছাত্রদের ডেকেছেন তিনি। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে লাইব্রেরি ঘরের পাশে স্যার আশুতোষের খাস কামরায় হাজির হলেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, শৈলেন ঘোষ। সবাই কৃতী ছাত্র, কিন্তু পরিপূর্ণ বেকার। স্যার আশুতোষের বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে ভয়ে ভক্তিতে সকলেই বিনীত, নম্র। স্যার আশুতোষ শুনেছেন এই নবীন ছাত্ররা চাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় পড়ানো হোক। তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা পড়াতে পারবি?" সত্যেন বসু উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, যা বলবেন তা- ই যথাসাধ্য চেষ্টা করবো"। স্যার আশুতোষ সস্নেহে হাসলেন।

তখন পদার্থবিজ্ঞানে নানারকম নতুন নতুন আবিষ্কার শুরু হয়েছে। বেশির ভাগই জার্মানিতে। ম্যাক্স প্ল্যাংক, আলবার্ট আইনস্টাইন, নিল্‌স বোর – এঁদের নামই শুধু শুনেছেন সত্যেন বসু। জানতে গেলে পড়তে হবে জার্মান ভাষায় লেখা বই, গবেষণাপত্র এবং আরো সব বিজ্ঞান পত্রিকা। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তখন সে সব ভারতে আসে না। শেষ পর্যন্ত নতুন পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাসিক ১২৫ টাকা।

মেঘনাদ সাহার উপর ভার পড়লো কোয়ান্টাম থিওরি নিয়ে পড়াশোনার। সত্যেন বসুকে পড়তে হবে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরি। স্যার আশুতোষের কাছে তাঁরা স্বীকার করে এসেছেন যে এক বছরের মধ্যে পড়াশোনা করে নিজেদের তৈরি করে নেবেন এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু করবেন। বলে তো এলেন, কিন্তু বই পাবেন কোথায়? রিলেটিভিটির কিছু ইংরেজি বই পাওয়া গেলো। শিবপুর কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ডঃ ব্রাউলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে পাওয়া গেল ম্যাক্স প্ল্যাংক, লুডবিগ বোল্টজম্যান (Ludwig Boltzman) ও উইলহেল্ম বিন (Wilhelm Wien) – এর জার্মান বই। মেঘনাদ সাহা জার্মান শিখলেন এবং বইগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। কিছু প্রয়োজনীয় বই পাওয়া গেল ফরাসী ভাষায়। সত্যেন বসু ফরাসী ভাষা শিখলেন বইগুলো পড়ার জন্য।

এক বছরের মাথায় ১৯১৭ সাল থেকেই সায়েন্স কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো শুরু হলো ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। পদার্থবিদ্যা পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন শৈলেন ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, যোগেশ মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখ। কিছুদিনের মধ্যে জ্ঞান ঘোষ 'পালিত স্কলারশিপ' নিয়ে লন্ডনে চলে গেলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। যোগেশ মুখার্জিও পেলেন সেই বৃত্তি। সত্যেন বসুও ভাবলেন বৃত্তিটা পেলে ভালো হয়। বিদেশ যাওয়াও হয়, উচ্চশিক্ষাও হয়। স্যার আশুতোষ মুখার্জির কাছে এই কথা তুলতেই তিনি হেসে বললেন, "বিয়ে করেছো যে। ব্যাচেলর ছাত্র- গবেষকদের জন্যই 'পালিত স্কলারশিপ'"। তারকনাথ পালিত – যিনি এই বৃত্তিটা চালু করেছিলেনভাবতেন বিবাহিত ছাত্ররা বৃত্তির টাকায় বিদেশে গেলে সব টাকা পড়াশোনা ও গবেষণার কাজে খরচ করবে না।কাজেই এখানেও ব্যর্থ হলেন সত্যেন বসু।

১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সায়েন্স কলেজেই কাটলো। ১৯২০ সালে সত্যেন বসু মেঘনাদ সাহার সাথে যৌথভাবে আইনস্টাইনের "থিওরি অব রিলেটিভিটি" বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সত্যেন বসু যোগ দিলেন এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রিডার বা এসোসিয়েট প্রফেসর পদে। তখন মাসিক বেতন ছিল চারশ' টাকা। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ অতিবাহিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর খ্যাতির উৎস ও বিস্তার ভূমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাধারণ অপরিসর ঘরে বসে সত্যেন বসু লিখলেন "প্ল্যাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়ান্টাম তত্ত্ব"। চার পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি পাঠালেন ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান সাময়িকী ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। কিন্তু সেখানে লেখাটি প্রকাশের যোগ্য বিবেচিত হলো না। এতে দমে গেলেন না সত্যেন বসু।

তিনি লেখাটি পাঠিয়ে দিলেন জার্মানিতে খোদ আইনস্টাইনের কাছে। সত্যেন বসু আইনস্টাইনকে লিখলেন, "Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion"।

বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সত্যেন বসুর প্রতিভাকে চিনতে ভুল করলেন না। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে 'সাইটশ্রিফ্ট ফ্যুর ফিজিক' (Zeits Fur Physik) জার্নালে নিজের মন্তব্য সহ প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। সত্যেন বসুর প্রবন্ধ সম্পর্কে আইনস্টাইন লিখলেন, "আমার মতে বোস কর্তৃক প্ল্যাঙ্কের সূত্র নির্ধারণ পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ"।

সত্যেন বসুর কাছে লেখা আইনস্টাইনের চিঠির সূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সত্যেন বসুর জন্য দুই বছরের শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করলো। ১৯২৪ সালে সত্যেন বসু গেলেন ইউরোপে। জার্মানিতে গিয়ে দেখা করলেন আইনস্টাইনের সাথে। খোলামেলা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করলেন আইনস্টাইন ও সত্যেন বসু। জার্মানি থেকে প্যারিসে গিয়ে মাদাম কুরির সাথে দেখা করলেন। মাদাম কুরির ল্যাবোরেটরিতে কিছু কাজ করারও সুযোগ পেলেন সত্যেন বসু। দ্য ব্রগলির ল্যাবেও কাজ করেছিলেন কিছুদিন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীদের সাথে বৈজ্ঞানিক সাক্ষাৎ সত্যেন বসুর গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। দেশে ফেরার পর ১৯২৭ সালে সত্যেন বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক এবং সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন নির্বাচিত হন।

১৯২৯ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা ও গণিত শাখার সভাপতি এবং ১৯৪৪ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রধান সভাপতি মনোনীত হন তিনি। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ পঁচিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত করেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টিতে সত্যেন বসুর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯৪৫ সালে সত্যেন বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে 'খয়রা অধ্যাপক' হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্ম বিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫২ সালে সত্যেন বসু রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে 'খয়রা অধ্যাপক' পদ থেকে অবসর নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর দুই বছরের জন্য তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বসুকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে মনোনীত করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সত্যেন বসু এই পদ অলংকৃত করে গেছেন।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলতেন, "যারা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না"। স্মরণযোগ্য যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেও তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লিখিয়ে নিয়েছিলেন। সত্যেন বসুর প্রত্যক্ষ উৎসাহেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক বই 'বিশ্ব পরিচয়' লেখেন ১৯৩৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন বসুকেই উৎসর্গ করেছিলেন 'বিশ্ব পরিচয়'। এ প্রসঙ্গে সত্যেন বসু বলেন, "নোবেল পুরষ্কার লাভ করলেও আমি এতটা কৃতার্থ বোধ করতাম না"। এটা অবশ্যই সত্যেন বসুর বিনয়। সত্যেন বসুকে নোবেল পুরষ্কার না দেয়াটা নোবেল কমিটির অনেক সদস্যের কাছেও এখনো বিস্ময় এবং হতাশার কারণ। আর হবে নাই বা কেন? সত্যেন বসুর আবিষ্কারের উপর গবেষণা করে পরবর্তীতে কমপক্ষে তিনজন পদার্থবিজ্ঞানী নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন।

অবশ্য এটা সত্য যে দশক বা শতাব্দীর বিচারে কোন বিজ্ঞানী নোবেল পুরষ্কার পেলেন কি পেলেন না তা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হবে কি না। তাঁর অবদান সর্বদাই আলোচিত, পঠিত এবং ব্যবহৃত হবে কি না। সত্যেন বসু আলোচিত হবেন, সম্মনিত হবেন ততদিন যতদিন বিজ্ঞানের চর্চা থাকবে। তিনি চিরঞ্জীব তাঁর সৃষ্ট সংখ্যায়ন তত্ত্বে, তাঁর নামে নামকৃত বোসন কণাসমূহে, বোস- আইনস্টাইন পরিসংখ্যানে, প্রাইম নাম্বার থিওরিতে, পদার্থের পঞ্চম অবস্থা নামে পরিচিত বোস- আইনস্টাইন ঘনীভবনে, গণিতে, সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে। বলাবাহুল্য আইনস্টাইন যেমন বেহালা বাজাতেন, গণিতজ্ঞ পিন্‌লে বাজাতেন পিয়ানো, রিচার্ড ফাইনম্যান বাজাতেন বঙ্গো ড্রাম, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বাজাতেন এস্রাজ – পেশাদারী দক্ষতায়।

জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত কাজের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি প্রাইম নাম্বার নিয়ে গবেষণা করেছেন। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ভোর ছ'টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সত্যেন বসু। আশি বছরের একটা কর্মময় জীবন কাটিয়ে গেলেন এই পৃথিবীতে। পেছনে রেখে গেলেন তাঁর অমর কীর্তি।

তথ্যসূত্রঃ লেখাটি বাংলা ব্লগ "মুক্তমনা"য় (www.mukto-mona.com) প্রকাশিত হয়েছিল।

স্মৃতিকাতর

সুজয় দত্ত

নানান কাজের ভীড়ে হয়তো কখনো এক
শ্রান্ত, উদাস করা সাঁঝে
এ-মন হারিয়ে যায়, সময় দাঁড়িয়ে যায়,
আঁধার ঘনায় হৃদি-মাঝে।
হঠাৎ আঁধার চিরে আলোর ঝিলিক হয়ে
ফুটে ওঠে একখানি মুখ;
দুচোখে চপল হেসে দিয়ে যায় জাগিয়ে সে
মনের গোপন কত সুখ।
স্মৃতির অতল থেকে কত ছবি ভেসে ওঠে
নিবিড় পুলকে থাকি চেয়ে;
কত গীতি কত কথা ছায়া-ছায়া কত ব্যথা
হৃদয়-আকাশে যায় ছেয়ে।
মনে পড়ে সেই গ্রাম সারি সারি আম-জাম
অশথ-বটের ঘন ছায়া;
খেয়া-বাঁধা নদীঘাট তেঁতুলতলির মাঠ
ধানক্ষেতে সবুজের মায়া।

মৈত্রেয়ী ধর

মনে পড়ে কুঁড়েঘর চালে তার পাকা খড়
তুলসীতলার সাঁঝবাতি;
নবান্নে কচি ধান রাত জেগে পালাগান
ফসল তোলার মাতামাতি।
মনে পড়ে কাশবন ঢাকে ঢাকে আবাহন
কাকভোরে কলাবৌ স্নান;
মন্ডপ বারোয়াড়ি পাট-ভাঙ্গা জামা-শাড়ি
দল বেঁধে অঞ্জলি দান।
মনে পড়ে মেঠো পথ আষাঢ় মাসের রথ
শ্রাবণে নদীর ভাঙ্গা কূল;
পৌষের পুলিপিঠে ভরা শীত, রোদ মিঠে,
সোনালি হলুদ গাঁদাফুল।
মনে পড়ে ফাল্গুনে শিমুল-পলাশ বনে
চাঁদের আলোয় জাগা রাত;
গাজনের মেলাতলা চুপিচুপি ছুঁয়ে ফেলা
প্রতিবেশী কিশোরীর হাত।
প্রথম ছোঁয়ার সেই আবেশটা ফুরোতেই
কেটেছিল কত নিশিদিন!
সময়ের নদী দিয়ে কত স্রোত গেছে বয়ে
স্মৃতি তার আজও অমলিন।
জীবন-ঘূর্ণিপাকে আমি তো পাইনি তাকে,
হয়নি সে আপনার জন;
তবু তার মুখখানি ভরে দেয় বুকখানি —
এখনো জাগায় শিহরণ।

Interlake Medical Center, PLLC
www.interlakemedical.com

Srobona Mitra, M.D.
Family Medicine
Board Certified

English, Hindi, Bengali

Accepting new patients
Accepts all major insurances

Complete care for the entire family:
- Annual physicals
- Well-child exams
- Women's health
- Urgent care

Located near Microsoft main campus

Residency:
Central Washington Family Medicine
University of Washington

Board Certification:
American Board of Family Medicine

Interlake Medical Center, PLLC
2103 152nd Avenue NE,
Redmond, WA 98052
(425) 746-2400

Weekdays 8:30am – 5:00pm
Saturday 8:30am – 12:00pm

Contributions of Swami Vivekananda

Anik Das, 15 yr

Swami Vivekananda's important contributions to the cultures and societies of India have helped better India as a country and helped create a bond from India to the Western world. He is often considered to the most important modern figure in Indian history.

Swamiji was a public servant in many ways. He never lived a luxurious life. His dedication for social service and the betterment of the world is unparalleled.

His main contribution is his impact as a teacher of the message of a better India, including the spiritual message of Hinduism and the rational and universal gospel of the Vedanta. Vivekananda's goal was to help preserve the rich diversity and values of the religion while spreading it across the globe. His steadfast belief in equality for all was also instrumental in his teachings. He had made a significant effect on women's civil rights. He helped women in many ways: going against the concept of marrying a girl off a young age, fighting for women's equal rights in education, and simply empowering them with his speeches and literature.

These ideologies influenced some of the most important figures in Indian history and his philosophy was prominent in the fight for independence, which was around thirty to forty years after his death! He influenced freedom fighters like Subhas Chandra Bose and Bagha Jatin.

Vivekananda also founded the Ramkrishna Mission, which is a philanthropy and social service organization based on karma yoga. The Ramkrishna Mission has been doing many great things such as educating people, helping people in disasters, and providing health care. This organization has thousands of monks and workers to this very day.

His role as a messenger was also very important. He was an ambassador not only for the Hindu religion, but also as a man who wished to share his message of service towards society and religion. He spent countless hours translating important Hindu scripts into English, without compromising their power. His most famous speech, at the Parliament of Religions in 1893 Chicago is still remembered to this very day. He brought traditional Hindu philosophies and activities such as yoga overseas, which were received very positively.

He impacted not only the Westerners' understanding of Hindu Religion, but he also impacted the world's understanding of religion itself. He believed religion and science did not contradict each other, but religion was the science of consciousness itself. Religion was a universal means to outstrip reality and mortal limitations. His notion of religion was one free of intolerance, bigotry, and prejudice, but rather as a pursuit for spiritual freedom, understanding, and satisfaction.

His view on ethics was also very important and influential. He believed that fear usually motivated people to not commit sins, whether it is fear of law or fear of God. Swamiji believed that everyone's divine inner soul (Atman) is naturally benevolent and that doing good deeds is true nature of humans. He also believed that people should care for one another because the world is one 'global village' and that everyone's soul is a part of the community known as Paramatman.

Swamiji's influence has been evident throughout the years and his message and commitment towards betterment of society by servitude and religion has made not just India, but the whole world a better place.

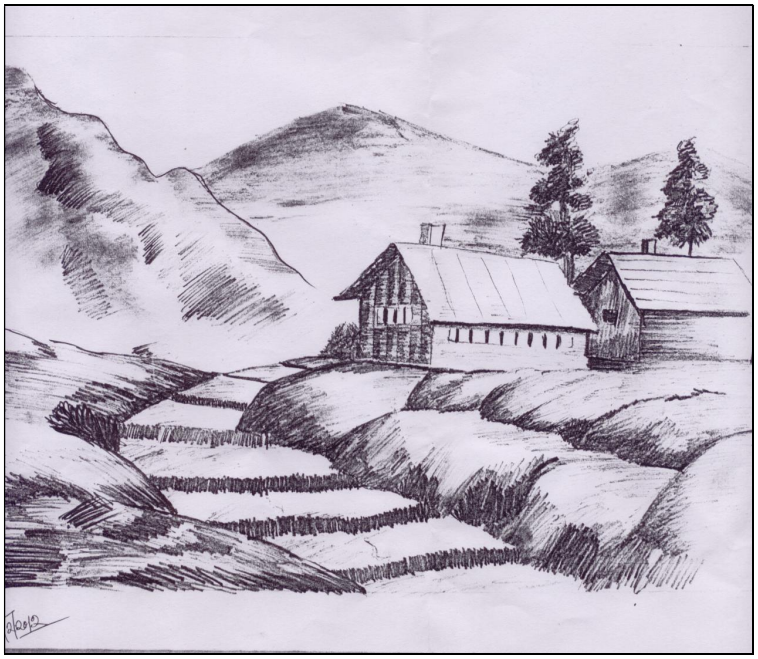

প্রতিভা গুপ্ত

বাংলা রিসোর্স লিংক

সংগ্রহেঃ প্রেমাংসু সাহা ও নীল রতন সাহা

বাংলা এডিটরঃ http://www.bornosoft,com

বাংলা ইউনিকোডঃ http://www.avro.com

রবীন্দ্রনাথ রচনাবলিঃ http://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1

রবীন্দ্র সংগীতঃ http://gitabitan.com

নজরুলের কবিতাঃ http://nazrul.org/nazrul_audio/recite.htm

অনলাইনে বাংলা বই এর দোকানঃ http://boibangla.in/index.php

বাংলা সিডি/ ডিভিডিঃ http://www.bengalicddvd.com/

বাংলাদেশের অনলাইন বাংলা খবরের কাগজঃ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Bangladesh

ভারতের অনলাইন বাংলা খবরের কাগজঃ
http://www.anandabazar.com/
www.aajkaal.net
http://bartamanpatrika.com/

অনলাইন বাংলা পোর্টালঃ
http://www.banglalive.com/
http://www.guruchandali.com/

অনলাইন বাংলা পত্রিকাঃ http://www.parabaas.com/

অনলাইন বাংলা মুক্ত জ্ঞানের মেলাঃ http://www.shikkhok.com

বাংলা ভাষায় কোর্সঃ http://www.jaspell.co.uk/learnbengali.htm

বাংলাদেশের টেক্সট বই ডাউনলোডঃ http://www.nctb.gov.bd/book_new.php

বাঙ্গালী রান্নাঃ
http://sutapa.com/
http://www.indobase.com/recipes/category/bengali-recipes.php

বাংলা ব্লগ লিখতে হলেঃ http://www.somewhereinblog.net/

কলকাতার গাইডঃ http://www.calcuttaweb.com

ঋক ভট্টাচার্য

তিথি – ৬ বছর

সমিক দাস – ৭ বছর

ঋসা ভট্টাচার্য

অনির্বাণ ঘোষ

অনিকেত দাস - ৯ বছর

আম জনতা ও তার রক্ষক

সৌমিত্র সিংহ

উত্তরণের কাছ থেকে পুজোর magazine এ লেখার জন্যে একটা অনুরোধ দেখলাম । মনে হলো কিছু লিখি, আবার ভাবলাম কিই বা লিখি আমি তো আর লেখক নই। ভাবতে ভাবতে একটা পুরোনো ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো । সেটাই আজ গল্পের আকারে বলার চেষ্টা করছি । ঘটনাটা আপনাদের গল্প মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই হলো আজকের দিনের বাস্তব।

বছর দুয়েক আগে দেশে গিয়েছিলাম । দেশ বলতে কলকাতাই বোঝাচ্ছি। বেশ কয়েকদিন ভালোই কাটলো, ফিরে আসার জন্যে তোড়জোড় করছি এমন সময় আমার mobile ফোনটা বেজে উঠলো, ধরলামও সঙ্গে সঙ্গে।

প্রশ্নকর্তা Reserve bank এর একজন কর্মী। উনি আমাকে ফোন করে আমার নাম জানতে চাইলেন। আমি একটু বিরক্ত হলেও নামটা বললাম। দেশে অবশ্য mobile ফোনে অনেক আজে বাজে call আসে আমি সেরকমই কোনো call ভাবছিলাম।

"Does that look like your waiter?"

একটু পরেই বুঝলাম আমার ধারনাটা একেবারেই ভুল। প্রশ্নকর্তার সঙ্গে একটু কথা চালাচালি হতেই বুঝলাম বেশ serious ঘটনা । ওনার বক্তব্যের সারমর্ম যা দাঁড়ায় তাতে আমার আমেরিকা আসার পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি হতে পারে বেশ বুঝলাম সেটা।

সংক্ষেপে বলি, একটি কমবয়েসী যুবক passport অফিসে গিয়েছিল । সেখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি নিজেকে reserve bank এর কর্মী বলে পরিচয় দেন । ছেলেটিকে বলেন passport অফিসে তোমার তো একটা challan লাগবে তা চলো কাছেই reserve bank, সেখান থেকে ওটা আমি সহজেই করে দিতে পারবো কারণ আমি reserve bank এরই লোক। ছেলেটি সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে bank এ যায় । তারপর নির্দিষ্ট ফর্ম ভর্তি করে লোকটির হাতে ৩০০০ টাকা সহ ফর্মটা তুলে দেয়। লোকটি আশ্বাস দেয় আমি ভিতরের লোক, challan টা আমি তাড়াতাড়ি করে এনে দিচ্ছি । ছেলেটির বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে লোকটা bank এর অন্য দরজা দিয়ে চম্পট দেয় । ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে থাকার পার আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারে যে সে প্রতারিত হয়েছে। পাঠকরা ভাবছেন এতে আমার কি যোগাযোগ থাকতে পারে? সত্যিই তাই, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার । লোকটি যাবার সময় আমার mobile number টা দিয়ে গেছে। যেটার কারণে reserve bank এর আসল কর্মীরা আমার কাছে জানতে চান ঘটনার বাস্তবিকতায় কোনো খাদ আছে কিনা ? আমি বললাম phone number টা আমারই , কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, তবে সেই সঙ্গে ওনাদের আশ্বস্ত করলাম আমার দিক থেকে কোনো সাহার্য্য চাইলে নিশ্চয়ই পাবেন, তাতে করে বুঝলেন যে আমি নিতান্তই সাধারণ লোক এবং আমার আর এই বিষয়ে কিছুই করণীয় নেই ।

কিন্তু মনের মধ্যে একটু খচখচানি থেকেই গেলো । পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞাসা করে একটা সম্যক উপলব্ধি হল যে থানায় একটা diary করা উচিত।

জানি না দেশের থানার সম্বন্ধ্যে পাঠকদের কতোটা অভিজ্ঞতা আছে? অনেককেই নিশ্চয় passport verification এর জন্যে যেতে হয়েছিল৷ যাই হোক আমাকে আমাদের বাড়ির কাছের থানাতে যেতে হলো, সেটাই হলো দেশের নিয়ম৷ ছোট্ট থানা, WB police এর under এ, তখন অবশ্য ওই থানাটি কলকাতা police এর under এ যায় নি৷ যাইহোক বিকাশ বলে এক বন্ধুকে নিয়ে থানায় হাজির হলাম। মূল গল্পের এটাই হলো সবচেয়ে তাতপর্যপূর্ণ অংশ।

থানার দরজায় স্বাভাভিকভাবেই প্রহরা। এক দ্বাররক্ষী পাহারায়, যার rifle এর ওজন নিজের ওজনের চেয়ে বেশি বোধহয়৷ তার ওপর পরনে একটি half pant, যার ঘের এমন যে পা নড়লে pant নড়ে না। তার সম্মতি নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম৷

একটি অপরিসর table এর উপর বেশ কিছু মোটা খাতা রাখা আছে৷ সামনে school এর bench এর মতো দুটো bench৷ সেটাই হলো অতিথিদের বসার জায়গা৷ আমি ও আমার বন্ধু বসলাম৷ ঘরে কেউ নেই, কি করবো ভাবছি, এই সময় পর্দা ঠেলে ভিতরের ঘর থেকে দারোগাবাবু বিরক্ত মুখে বেরোলেন, হয়ত bench টানার শব্দে তাঁর সাধের দুপুরের ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো৷ বেশ বেজারমুখে এসে বাঁজখাই গলায় আমাদের জিজেস করলেন আগমনের হেতুটা কি?

আমি সংক্ষেপে কারণটা বলার পর table এর ওপারের chair টায় বসলেন chair টা এমন একটা করুন আর্তনাদ করলো যে মনে হলো তার জীবনের শেষ প্রাণবায়ুটুকু বেরিয়ে গেলো৷ দারোগাবাবু table এ বসেই একটা জাবদা খাতা তুলে নিলেন আর কিসব যেন লিখে গেলেন৷ বুজলাম যে আমাদের diary এর number টা বসাচ্ছেন এবং সঙ্গে আরো কিছু লিখলেন৷ তারপরই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে খাতাটা পাশে ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং সঙ্গে সামান্য কিছু শব্দ ব্যবহার করলেন সেটা আর পাঠকদের শুনে কাজ নেই৷ বুজলাম যে ভুল খাতায় লিখেছেন, কে জানে হুয়তো ক্রিমিনাল দের খাতায়৷ নতুন একটা খাতা তুলে আবার কিছু লিখে আমার দিকে তির্যকভঙ্গিতে তাকালেন৷ ভাবটা এমন যে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন, আমার অন্য কাজ আছে। তখন অবশ্য নিজেকেই বেশ অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো, বলতে পারি না থানায় অন্যদের ঢুকলে এমন হয় কিনা৷

আমি প্রশ্নোত্তরে এই পর্বটা লিখি তাহলে হয়তো পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে –

দারোগাবাবু - আপনি কাকে কাকে number দিয়েছিলেন?
আমি - আমি অনেকেই তো দিয়েছি, সবার নাম তো মনে নেই।
দারোগাবাবু - আপনি কি সকলকেই number দিয়ে থাকেন?
আমি - তা কেনো, যাদেরকে চিনি বা দেবার প্রয়োজন আছে তাকে দিয়েছি।
দারোগাবাবু - সঙ্গে কে?
আমি - আমার বন্ধু বিকাশ।
দারোগাবাবু - কাগজে ঘটনার বয়ানটা লিখে নিয়ে এসেছেন ?
আমি - আমি হাঁ বললাম।
আর বয়ানের দুই কপি তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

দারোগাবাবু আরো কিছু লিখে ঘপাং করে একটা স্টাম্প বসিয়ে diary number টা লিখে আমার হাতে দিলেন৷ ওই ঘপাং শব্দে দ্বাররক্ষী পর্দা সরিয়ে একবার উঁকি মেরে গেলো যে দারোগাবাবুর ওপর কোনো চোরাগোপ্তা আক্রমন হচ্ছে কি না জানতে? আমি এই ফাঁকে কাগজটা একটু দেখে নিলাম, number টা পেয়েছি বটে তবে স্টাম্পটা বোঝা যাচ্ছে না৷ সেটা অশোক স্তম্ভ নাকি আমেরিকার ওয়াশিংটন এর ছবি সে শুধু দারোগাবাবু আর ভগবানই বলতে পারবেন৷ কিছু তো পেয়েছি সেটাই সম্বল করে রাখি, কে জানে এটাই পরে হয়তো কাজে লাগতে পারে৷

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আমার বাবা স্থানীয় এই অঞ্চলে একজন বেশ পরিচিত ডাক্তার ছিলেন। এখনো কেউ কেউ ওনার ছেলে বলে আমাকে জানে৷ ভাবলাম বাবার পরিচিতি দিলে যদি উনি চিনতে পারেন তাহলে পরে হয়তো আমার বাবার পরিচিতির কারণে আশু কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাবো৷ সেই কথা ভেবে দারোগাবাবুর সঙ্গে আরো একটু কথা বাড়াই৷

আমি - আমি এখানে কানুনগো পার্ক এ থাকি।
দারোগাবাবু - সে তো আপনার ঠিকানাতেই দেখতে পাচ্ছি।
আমি - আপনি কি এখানে অনেকদিন এসেছেন? (সম্মতিসূচক মাথা নাড়াতে সাহস নিয়ে বললাম)তাহলে হয়তো বাবাকে চিনতে পারেন।
দারোগাবাবু - আপনার বাবার নামটা জানতে পারি কি?
আমি - বেশ উতসাহের সঙ্গে বাবার নামটা বললাম শৈলেন্দ্র কুমার সিংহ।
দারোগাবাবু – (এতক্ষনে ওনার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল)ও বুঝেছি, আর বলতে হবে না, আপনার বাবার বিরাট মালের দোকান ছিল তো?

আমি দেখলাম যথেষ্ঠ হয়েছে আমি ও বাবা যেভাবে মালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি আর এগোলে অন্য কোনো এক মালের ফাঁদে পড়ে যেতে পারি । বিকাশকে বললাম চল এবার যাই, দারোগাবাবু তো আমাদের প্রচুর সাহার্য করে দিয়েছেন, আর কিছু দরকার নেই।

আমি হাসি চাপতে পারলেও বিকাশের মুখ থেকে দমকে দমকে হাসি বেরিয়ে আসছে, সেই অবস্থায় দারোগাবাবুর বেকুফ মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে পা বাড়ালাম যদি বাবার মালের দোকানের কোনো হদিস পাই এই ভেবে। তবে বিকাশ এর কল্যানে আমার বন্ধুবান্ধব বা আন্তীয়স্বজনরা প্রয়োজনে আমার কাছে এখনো মালের খোঁজ করে।

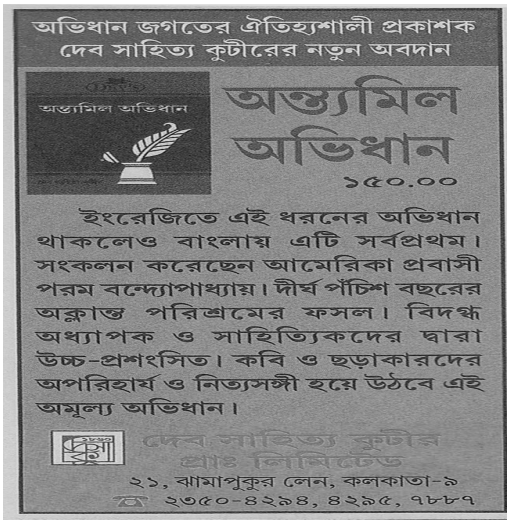

জীবন

সোমক

জীবন থমকে এসে দাঁড়ায়
দুরন্ত দুপুর আর বিকেলের পর
সমাপ্তির দোর গড়ায়
শান্ত শীতল সন্ধ্যার আকাশে
নামে পরিপূর্ণতা ছাড়া।

তবু পৃথিবী ছুটে চলে নিজের খেয়ালে -
হাজার শতাব্দী ধরে জীবনের ঢেউ
আছড়ায় পৃথিবীর বুকে।
ঝরা পাতা ঝরে যায়
জায়গা করে দেয় নতুন পাতার পানি,
আমি সেই জীবন সমুদ্রের কোন এক ঢেউ।

একদিন উদ্দাম দুবাহু তুলে নেমেছিনু
জীবন সংগ্রামে,
আজ সময় হয়েছে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ার
পড়বো সজোরে –

ধুয়ে যাবো যত বালুকণা,
নতুন ঢেউ এর তরে
গেয়ে যাবো জীবনের গান।

"Best Wishes from Rudro Lahiri, Neelkamal Lahiri and Parantap Lahiri"

এ বছর গরমের ছুটিতে ...

আমার দিদা দাদু এসেছিলেন। রোজ সকালে আমার দিদা আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে breakfast দিতেন। তারপরে আমি দাদুর সঙ্গে লেখা পড়া করতাম। তার পরে আমি দাদা আর দাদু cricket খেলতাম। দাদু আমাদেরকে cricket এর নানারকম জিনিস দেখাতেন। তার পরে দিদার বানান yummy lunch খেতাম। আমরা অনেক জায়গা তে বেরতে গেলাম। Cape Dissapointment park এ দাদু দিদার সঙ্গে cabin এ থাকতে, Beach এ খেলতে ভালো লাগত। রাতে রোজ দিদা দাদুর সঙ্গে cuddle করে শুতে ভালো লাগত। কিছু দিন পরে দিদা দাদু ফিরে গেলেন India। আমার তখন খুব মন খারাপ হয়ে গেল। এখন আমি দিদা দাদু সঙ্গে মাঝে মাঝে phone এ কথা বলি।

শিহান গাঙ্গুলি
৭ বছর

কিরণ চক্রবর্তী
March 10, 2012

কলকাতা

আমি আমার বাবা, দিদি আর কাকার সঙ্গে কলকাতার বিড়লা Planetarium-এ গিয়েছিলাম। ওর সামনে একটা ঝর্না ছিলো। টিকিট কেনার জন্য লম্বা line ছিলো। Hallway-তে ছোট ছোট display ছিলো। ওখানে আমি বিভিন্ন গ্রহ আর সৌর জগৎ দেখেছি। ওটা আমার ভালো লেগেছে।

আমি Aquatica water park-এ গিয়েছি। ওটা একটা বড় park. ওখানে wave pool এবং অনেক রকমের slides ছিলো। আমি black hole ছাড়া অন্য সব slide-এ গিয়েছি।

আমি South city mall-এ গিয়েছি। সেখানে একটা বড় food court ও একটা বড় video arcade আছে। ওখানে অনেক দোকান আছে। আমি ওই arcade-এ দুই ঘন্টা খেলেছি। আমি Subway sandwich খেয়েছি। আমার কলকাতা ভালো লেগেছে।

এত গরম কালে ছুটিতে আমি আমার মায়ের সঙ্গে, আর আমার অনেক মাসিদের সঙ্গে, আর আমার অনেক মামাদের সঙ্গে, আর আমার দাদু আর দিদিমার সঙ্গে একটা ইউরোপিয়ান cruise-এ গিয়েছিলাম। আমরা ইউরোপিয়ান cruise-এ অনেক জায়গাতে গিয়েছিলাম। আমরা আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, রাশিয়া, এস্তোনিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আমস্টারডাম, ব্রুজ, ব্রাসেলস, আর বেলজিয়ামে গিয়েছিলাম। আমি আমস্টারডামে (bungee jumping) করেছি।

By: তীরা চক্রবর্তী

September 5, 2012

Crab Nebula

Surtaz Khan (11 yr)

The Crab Nebula is cataloged as M1, the first object on Charles Messier's famous list of things which are not comets. This nebula is now known to be a supernova remnant, or in other words, an expanding cloud of gas and debris from the disastrous death explosion of a massive dying star.

Hubble's Crab Nebula Image

This 1000 year old "crab," is about 12 light years across and is roughly 6,500 light years away from Earth. In 1054, a star about 10 times the mass of our Sun reached the end of its life and exploded as a supernova. It was the first such remnant found in our galaxy. The gas in the nebula represents the outer layers of the star, blown across interstellar space at several million miles per hour. In visible light, the Crab Nebula consists of an oval-shaped mass of filaments that are the remnants of the progenitor star's atmosphere.

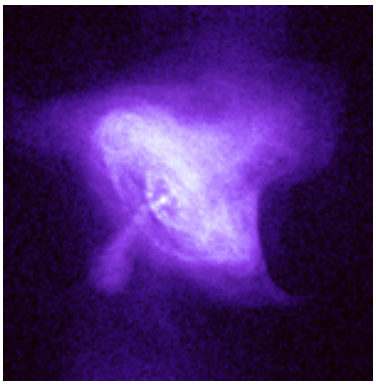

Chandra's X-ray Image

At the center of the nebula lies the Crab Pulsar, a rotating neutron star, which emits pulses of radiation from gamma rays to radio waves? This 28-30 km pulsar is apparently pumping enormous amounts of energy and pulses of radiation, from gamma rays to radio waves, into the nebula in the form of high-energy particles and magnetic fields. It does all this while having a spin rate of 30.2 revolutions per second. Chandra's X-ray image provides significant clues to the workings of this mighty cosmic "generator," which is producing energy at the rate of 100,000 suns.

মৈত্রেয়ী ধর

প্রকাশিত হয়েছে

শারদ আলাপ সংখ্যা

দু কূল

জানুয়ারী-২০১৩ থেকে প্রকাশিত হবে

প্রতি মাসের একুশে

পৃথিবীর প্রবাসী বাঙালীর বিশ্ব পরিক্রমণ

- মৃণাল বসুচৌধুরী
- শুভ্রাংশু গুপ্ত
- কৃষ্ণা বসু
- মেসবা আলম অর্ঘ্য
- ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়
- অপূর্ব দত্ত
- বীথি চট্টোপাধ্যায়
- সায্‌যাদ কাদির
- আর্যনীল মুখোপাধ্যায়
- জগন্নাথ বসু
- শ্রাবণী রায় আকিলা
- ও আরও অনেকের লেখনী সমৃদ্ধ

আজই সংগ্রহ করুন। ঝক্‌ঝকে ছাপা। মননশীল রচনা।

শারদ আলাপ সংখ্যা।

আপনার নিজস্ব কপি-র জন্য আজই সরাসরি যোগাযোগ করুন: sgupta@du-kool.com

অথবা ব্যবহার করুন: www.du-kool.com

অথবা লিখুন: P.O. Box 1206

Mason OH 45040-3706 USA

Phone: (513) 448-0194 Fax: (513) 445-3836

সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ প্রারম্ভিক ছাড়

গ্রাহকদের জন্য সর্বাধিক ৫৫% সাশ্রয়ের সুযোগ

বিশদ বিবরণের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

শারদ সংখ্যা: US $5.00 মাত্র

নিয়মিত সংখ্যা: US $8.95 মাত্র

আলাউদ্দিন খান

শান্তিব্রত ঘোষ

ভারত কি অখন্ড বাংলা দেশ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক এবং সাঙ্গীতিক গুণীব্যক্তিদের জন্ম ও কর্মস্থান হিসাবে বিশ্বের মধ্যে সন্মান অর্জন করেছে।

এই সূত্রেই একজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যিনি সঙ্গীতের জগতে এক পরম অবদান, যিনি হলেন আলাউদ্দিন খান (আ ১৮৬২-১৯৭০), এ বছরেই যাঁর সার্ধ - শতবার্ষিকী। এই নিবন্ধটি তারঁ জীবনের সংবেদলশীলতা ও সাংগীতিক অবদানের কয়েকটি কথা নিয়েই , খানিকটা এই লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

কয়েক পুরুষ আগেই ধর্মান্তরিত এক পরিবারে তাঁর জন্ম, ডাক নাম ছিল আলম। পিতা জীবিকা উপলক্ষে এক বাদ্যযন্ত্রীর দলে ছিলেন: নানান যন্ত্রের যন্ত্রী - ব্যান্ডে বাদক। ছোটবেলা থেকেই আলমের পড়ার থেকে বেশি ঝোঁক ছিল এই সব বাজনায়, আয়ত্তও করেছিলেন কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র; কিন্তু এইজন্যই মা'র কাছে তিরস্কৃত হতেন প্রায়। তার তাড়নায় ৬/৭ বছর বয়সে বাড়ী ছেড়ে কোনো রকমে কলকাতায় এসে পড়েন, সেখানে গানের সুযোগ বেশী এই ভেবে।

ঐ বয়সে কলকাতায় এসে জীবন ধারণ করা সহজ ছিল না কখনই। দু বেলা আহার জোটানো আর শিক্ষার তাগিদে কি না করেছেন! একবার এক হিন্দু নাম নিয়ে থাকতে হয়েছে। এক বাড়ীতে চাকরের কাজ করতে হয়েছে। উজির আলি, (তান)সেনী ঘরানা; তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য আলাউদ্দিন মধ্যপ্রদেশে রামপুরে গিয়েছিলেন। কিছুতেই পাত্তা পাচ্ছিলেন না, তাই মরিয়া হয়ে এক অভিনব পথ নিলেন। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য চলন্ত গাড়ীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন! তাতে কাজ হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য এই যে, নানান বাদ্যযন্ত্রের শিল্পী ছিলেন বলে- তিনি বিশেষ এমন দুজনের কাছে এসেছিলেন যাঁরা তাঁর ভবিষ্যতের পথদর্শী হয়েছিলেন। দুজনই ব্যান্ড বা অর্কেস্ট্রার সঙ্গে সংযুক্ত। একজন ছিলেন কলকাতার সাহেবী অর্কেস্ট্রার শিল্পী লোবো সাহেব। তাঁর কাছে শিখেছিলেন বেহালা এবং স্টাফ নোটেশন বা স্বরলিপি।

দ্বিতীয় জন ছিলেন হাবু দত্ত - নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই; উনিও অর্কেস্ট্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; ওঁর কাছে যে শুধু বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষা তা নয় - তাঁর সুপারিশে স্টার থিয়েটারে বাজনা বাজানোর কাজ জুটেছিল। এই সম্পর্কের আরো এক দিক ছিল - সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক: হাবু দত্ত তর জীবনের এক ধাপে চরিত্রকে বদলাতে চেয়েছিলেন, যা জুটেছিল শ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদে। আর তার ছোঁয়া বা ছায়া পড়েছিল আলাউদ্দিনের ওপর! সারা জীবন হয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ, সারদা মা ও বিবেকানন্দর ভক্ত। ছিলেন হাজী; দৈনিক পাঁচবার নামাজ আর রোজা পালন করে গেলেও তিনি মা সারদা ও শ্রীকৃষ্ণেরও একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আলাউদ্দিন একজনকে লিখেছিলেন '' বাবা, আমার ঘরে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী বিবেকানন্দের ফটো আছে ''। আর এক জায়গায় '' খাওয়া পরাতে আমার কষ্ট হয়, আমি মাছ মাংস খাই না--কেবল শাক সবজি সিদ্ধ ও দগ্ধ মাখন ও রুটি খেয়ে আসিতেছি।'' শিক্ষা দেবার জন্য কখন পয়সা নিতেন না ; বলতেন ' যাও, মা সারদার পুজা কর, এরপর তোমার মাকে (পত্নী শ্রীমতী মদনমঞ্জরী) করে এস, তারপরেই তোমার শিক্ষা সুরু হবে '। আর গানের ব্যাপারে ঠুংরি - কখনোই না।

আলাউদ্দিনের কয়েক জন ভাই ও বোনের মধ্যে বড় ভাই আফতাব উদ্দিন সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পরিবারে কালির সাধনা প্রচলিত ছিল; উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাইহারের জাগ্রত দেবী সারদাঃ তিনিও মাতা কালী, তাঁর মন্দির মাইহারে সুবিখ্যাত। ছোটো ভাই আয়েত আলি পারদর্শী ছিলেন সঙ্গীত যন্ত্র নির্মানে। আলাউদ্দিনের বহুমুখী প্রতিভার একটি দিক ছিল নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র বানানোর চিন্তায়; আর তার কার্যকরী সাফল্যের ভার ছিল আয়েত আলির ওপর - সেটা 'চেলু'ই হোক, বা নতুন কোনো যন্ত্র হোক। এই সুযোগে কয়েকটা ব্যক্তিগত কথা বলে রাখি। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মনবাড়িয়ার যে গ্রামে এঁদের বাড়ী, সেখানেই, প্রায় তার পাশের বাড়ীতে থাকতেন সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর মেয়ে ভানু, আমার ভবিষ্যতের স্ত্রী, ছোটোবেলায় আয়েত আলির কাছে এস্রাজ বাজাতে শিখত আর তার জন্য আয়েত আলি একটা ছোটো সাইজের এস্রাজ বানিয়ে দিয়েছিলেন যেটা এখনো আমাদের বাড়ীতে আছে। আর এক কথা: আয়েত আলির ছেলে বাহাদুর শুনেছি ছোটোবেলায় গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ওদের বাড়ীতে ফুল তুলত আর ভানুর মা তাকে বারন করত। ব্যক্তিগত ভাবে এ সব যেন স্বপ্নের কথা –ভোলবার নয় !

১৯৩৫ সালে উদয়শংকরের নাচের দল যখন বিলাতে অনুষ্ঠানের জন্য যায়, তার বৃন্দবাদ্য বা অর্কেস্ট্রার সঙ্গে বাজাবার জন্য তিনিও ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব দেশের সঙ্গীত ও বাদ্য পদ্ধতি, সমবেত বাদ্যের নিয়মকানুন এবং স্টাফ নোটেশন সবই আয়ত্ত করেছিলেন। সে সব তত্ত্ব এমনি আয়ত্ত করেছিলেন যে, যে কোনো সুর শুনলে তার দেশীয় স্বরলিপি ও স্টাফ নোটেশন দুভাবেই সহজে লিখতে পারতেন।

সারাজীবনে নতুন রাগ রাগিনী সৃষ্টি যা করেছিলেন, সঙ্গীত শিক্ষা ও পরিবেশনার মান উন্নয়নের যে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর অবদান রূপে তা সর্ব স্বীকৃত - বিশেষতঃ আমাদের দেশের শিল্প জগতে। যেটা সাধারণতঃ স্বীকার পায় না সেটা হল তাঁর এই পশ্চিমী বা পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কে জ্ঞান ও ভাবনা।

শেষ পর্যন্ত মাইহার রাজ্যে তাঁর সংসার- লীলাক্ষেত্র স্থাপিত হলো ১৯১৯এ। আলাউদ্দিন কিন্তু সঙ্গীত শিক্ষার স্কুল যেমন স্থাপন করলেন, সেইরকম উৎসাহেই সৃষ্টি করলেন 'মাইহার ব্যান্ড' বৃন্দবাদনের জন্য। সেই ব্যান্ডও এখন দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও পুরষ্কৃত হয়েছে। মাইহার পরিকল্পনা ছিল দুস্থ ও সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে; এটা অভিনব হলেও বিষ্ণু দিগম্বর মহাশয়ও এই ধরণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। যা জানিনা তা হলো এই ব্যান্ডের সঙ্গীতে কতটা দেশী কতটা বিদেশী সঙ্গীতের অবদান আছে। অবশ্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতে দক্ষিনামোহনের দলের যে অর্কেস্ট্রা তা পাশ্চাত্য সঙ্গীত অনুযায়ী; আর আলাউদ্দিন এর ব্যান্ড সঙ্গীত দেশী ভারতীয়।

নানান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজনা বা বৃন্দবাদন –সেটা যে খুব নতুন তা নয়। পুজা পার্বন কি বিয়ে বাড়ীতে তার রেওয়াজ ছিল, যে কাজে সদু খান, আলাউদ্দিনের বাবাই লিপ্ত ছিলেন। শোনা যায় বহুকাল আগে ত্যাগরাজও তার চেষ্টা করেছিলেন। তবে আলাউদ্দিনের প্রচেষ্টায় সেটা একটা নতুন স্তরে আসে। তার পরাকাষ্ঠা উদয় শংকরের 'কল্পনা'র সময়ে। এর সঙ্গীতগুলি, মার্গসঙ্গীত অনুযায়ী। রেকর্ডের এই গানগুলি এখনো আমার প্রিয় এবং বাড়ীতে আছে। সঙ্গীত পরিচালক বিষ্ণু দাস শিরালি আলাউদ্দিনের শিষ্যস্বরূপ।

ছাত্র জীবনের শেষের দিকে যখন পাশ্চাত্য মার্গ সঙ্গীত মোহিত হয়ে শুনতাম, দেশী সঙ্গীতের পাশাপাশি, প্রায়ই ভাবতাম এ দুয়ের সংযোগ ঘটবে কিনা বা কবে ঘটবে। এই ভাবধারা থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ব্যবহৃত স্টাফ নোটেশন শেখার জন্য একসময় কিছুদিন বেহালা বাজানো শিখেছিলাম শ্রী নিহার বিন্দু চৌধুরীর কাছে; তাঁর এক ভাই আমার বন্ধু ছিল- এই সূত্রে । তখন জানতাম না তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ইতিহাস ; যে উনি আলাউদ্দিনের ই ছাত্র ছিলেন ; তবে মনে আছে উনি একবার বলেছিলেন যে উদয় শংকরের সঙ্গে পশ্চিম দেশ ঘুরে আলাউদ্দিনের মনে হয়েছে যে ওরা বিশেষতঃ বেহালা বাজাবার শিল্পে অনেক এগিয়ে আছে। অবশ্য বলা যেতে পারে : কোনো মানের শিল্পী কোনো সময়ে, হয়ত কেন নিশ্চয়, জন্মাবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উৎকর্ষতা তার হার্মনি বা সুরসঙ্গতিতে। সেটা যে আমাদের সঙ্গীতে নেই তা বলা চলে না, তবে মনে হয় না জ্ঞানতঃ। সেই প্রচেষ্টার যে প্রয়োজন আছে তা আলাউদ্দিনের মনে হয়েই থাকবে, তবে জানা নেই উনি জ্ঞানত সে রকম কোনো চেষ্টা করেছিলেন কিনা।

এই প্রসঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি করছি: '' সেই সময় সাহেবরা যে ব্যান্ড বাজাত, সেটা ছিল গভরনর্স অর্কেস্ট্রা। ওদের ব্যান্ড শুনেই আমাদের দেশীয় সংগীতজ্ঞরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে খাঁ সাহেবের ধারণাটা ছিল তাঁরই নিজস্ব। তিনি মনে করতেন, যন্ত্রসঙ্গীত অখন্ড একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীত – শুধু গান নয়, একক বাদনও নয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু কম্পোজিশন করেছিলেন, এই প্রয়োজনেই কিছু বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করিয়েছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁর এই বৃন্দবাদনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিমিরবরণ।'' আবার, অজয় সিংহ রায় বলছেন: '' সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বলতে যা বোঝায় সে মানদন্ডে––এ দেশে অর্কেস্ট্রা বলে কোনো বস্তুর সৃষ্টিই হয় নি –তা একসঙ্গে মিলিত ভাবে গৎ ও তান বাজানো নয় –- হার্মনি ও কাউন্টারপয়েন্ট –প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু তা করতে গেলে ভারতীয় সঙ্গীতের চরিত্রকে একেবারে বিসর্জন দিতে হয়। তাই তাঁর অর্কেস্ট্রার সুররচনাকে তিনি রাগাশ্রয়ী করেও – সাহায্য নিয়েছেন যা একান্তভবেই ভারতীয়। অনেকক্ষেত্রে– লোকসঙ্গীতের–বাউল, ভাটিয়ালি ও কীর্তনের সুর বসিয়েছেন। - - তাঁর শিষ্য ও উত্তরসুরী তিমিরবরণ - - তাঁর পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। '' বিসর্জন দেবার প্রয়োজন হয়ত নেই, মূল বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তবলা ও তানপুরা ত বাজান হয়ই!

তিমির বরণের দেশী সুরে অর্কেস্ট্রা সম্পর্কে আরও কিছু বলা যেতে পারে। আমার মতে তিমির বরণের এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষান ': অর্কেস্ট্রায় ; যা পরিবেশিত হয়েছিল অল ইন্ডিয়া রেডিওতে, সরাসরি তার স্টুডিও থেকে । এর মধ্যে শুধু একটাই কথা ছিল:' সব ঝুঠা হ্যায়', যেটা অন্য ঘর থেকে বলা হয়েছিল এবং যান্ত্রিক ভাবে শব্দ মিশ্রণ করা হয়েছিল বেতারে প্রচার করার সময়ে। এত কথা বলছি এই কারণে যে ঐ অনুষ্ঠানের সময়ে আমি , মাত্র কয়েকজনের মধ্যে একজন , স্টুডিওতে বসে অনুষ্ঠানটি শুনেছিলাম। সেই সৌভাগ্য হয়েছিল আমার মামা বিমান ঘোষের আমন্ত্রণে, সঙ্গীত জগতে নানান ভাবে তাঁর অবদান প্রায়ই স্মরণ করি। আমার মতে তিমির বরণের এই সৃষ্টি উপরে বর্ণিত একটি অখন্ড সঙ্গীত - তা গানের সহায়ক বাজনা নয়।
পাশ্চাত্য একটি কনচের্টোর মত। আর এর মধ্যেই, তিমির বরণের মধ্যেই আলাউদ্দিন নতুন পথের পথিকৃত।

উজির আলি বলেছিলেন যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে আলাউদ্দিনের নামও ততদিন থাকবে।

————————————-

রেফঃ আলাউদ্দিন খাঁ : জীবন সাধনা ও শিল্পঃ সম্পাদনা- অরুণকুমার বসু ও কঙ্কণ ভট্টাচার্য প্রঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০৩৩

একাকীত্ব

আজম খান

জোছনা রাত,
সমুদ্র সৈকত,
মৃদুমন্দ বাতাস,
কুলের আবছা সবুজ বনানী,
সমুদ্র চিলের চঞ্চলতা,
ঢেউয়ের অস্থির আলিঙ্গন,
জলের বুকে কোমল আলোর লুকোচুরি,
সুদুর দিগন্তে তৃষ্ণার্ত আকাশের সাগর ছোঁয়ার নিবিড় আকুলতা,
অব্যক্ত অনুভূতি ও অনন্ত প্রবাহিত আদিম আকাংখা
এবং .....

সন্দীপ দেবনাথ

"আমি" একাকী;
"যার" আদিমতম এককোষী পূর্বপুরুষও জন্মেছিল এই সাগরের জলে।

আমাদের পোষা
বাঁদর

কয়েক দিন আগে এক মামি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার কি কোন pet (পোষা জন্তু) আছে?"

আমি বললাম; "হ্যাঁ, একটা বাঁদর আছে।" মামি অবাক হয়ে বললেন "বাঁদর!" ①

আমি হেসে বললাম, "আমার ছোট্ট ভাই, রুহান।"

দু বছরের রুহান table-chair থেকে খালি লাফায়ে আর খুব চেঁচায়ে। আমরা যা করি আর বলি রুহানও তাই করে (রুহান পারলে বলে বলছে "আমি চেঁচাই না, আমি বলি না!")। Soccer ① মাঠে গিয়ে বলের উপর বসে। আর আমাদেরকে বলে বলটা কিক্ করতে। আমরা যখন কিক্ করি বলটা, রুহান পড়ে গিয়ে হা হা করে হাসে। রুহান "cl for elshan," না বলে, বলে, "cl for দাদা।" "S for Shehan," না বলে, রুহান বলে, "S for ছোড়দা।"

রুহান honeybucket (মধুবালতি) খুব ভালোবাসে। যখনই মধুবালতি দেখে, খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়ে বলে, "লিলি পাছে, লিলি পাছে!"

আমাদের soccer coach যখন দেখে আমরা খুব সহজে পড়ে যাচ্ছি, তখন বলে, "cupcake।" এটার ফল ভালো হয়নি কারন রুহান এইটা শিখে ফেলে সবাইকে মাঝে মাঝেই রেগে গিয়ে বলে "ভুঁড়ুস cupcake।"

রুহান খুব মজার একটা ভাই। ও আমাদেরকে খুব হাসায়ে। আমরা আমাদের এই বাঁদরটাকে খুব ভালোবাসি।

ঈশান সাঙ্গলি
৬ বছর

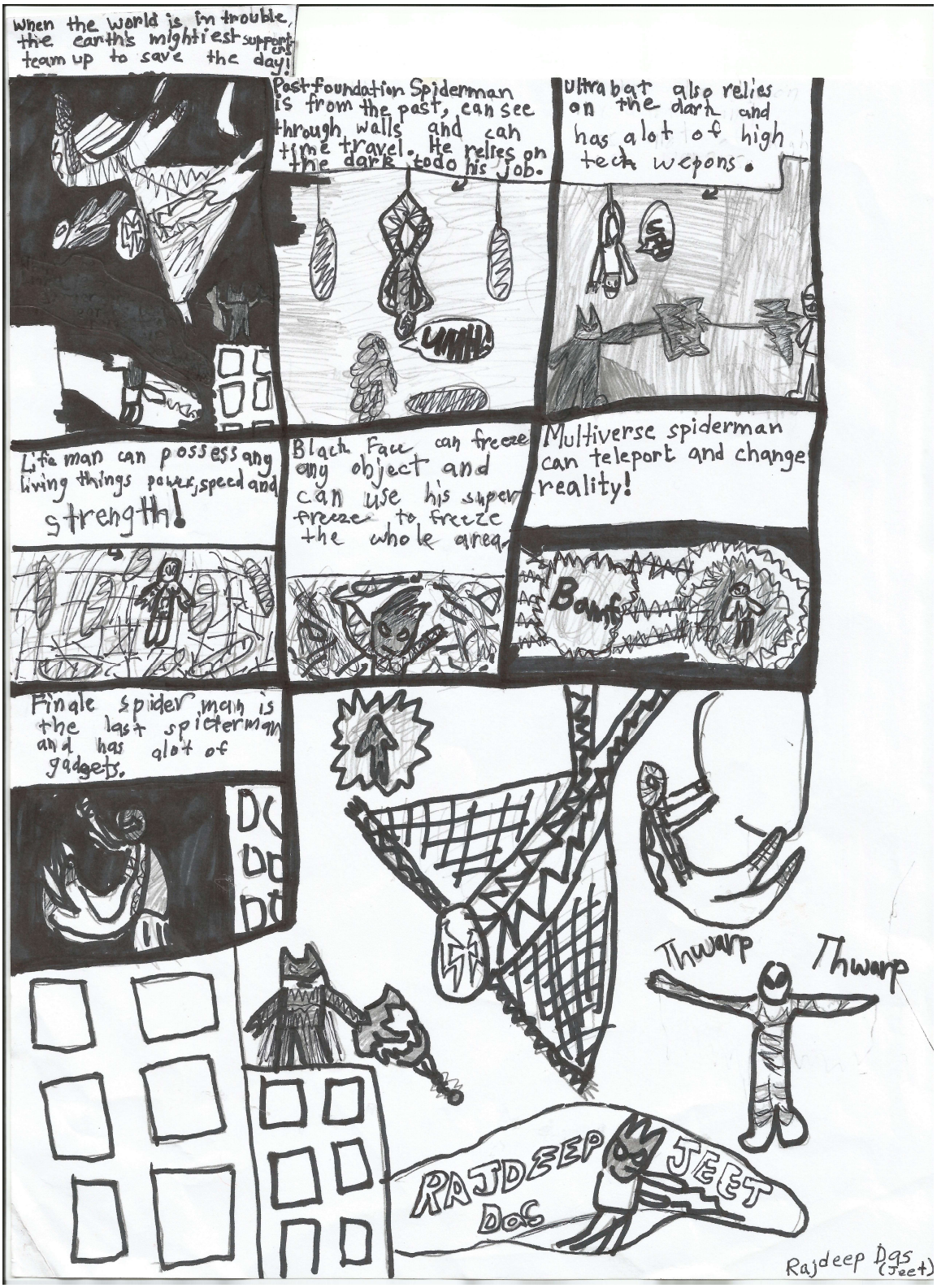

This is a sneak peek of the comic Rajdeep(Jeet) is developing with Deepayan(Srijan)

Leatherback Sea Turtles

Aniket Das – 8 yr

Last Christmas, we went to Costa Rica. Among other unique things like Cloud Forests and Volcanoes, its famous for spotting Leatherback turtles nesting. My dad and I drove to Las Baulas National Park near Grand Beach (Playa Grande) past midnight, where Sea Turtles ('Tortuga' as locals call) lay their eggs. From the ranger station it was a long walk on sand to the reserve in pitch darkness. I had to be carried by one of the rangers because it was 7 kilometers. When we went to our first "egg site", the Leatherback was just going back to the sea leaving the nest buried high up into the beach so the tide doesn't wash it away.

The eggs would stay warm inside the sand and hatch to produce baby turtles who will trek back to the water. The leatherback is the largest turtle and the fourth largest reptile on earth besides three other crocodilians. It lives all over the world except the Arctic and Antarctic. We then were on our way to the second "egg site". It was also a long walk another 15 kms and one of the rangers carried me on his back. When we visited the second site we were in time to see the Leatherback lay its eggs one by one slowly. A normal Leatherback lays about 80 eggs in one attempt. The hole the Leatherback dug for the eggs was pretty deep. After that the Leatherback went back to the ocean in the dark night leaving turtle tracks on the beach. It was a rare moment to see this in the wild. Nature is full of amazing sights and this was one of them.

প্রিয় বন্ধু

সন্দীপন সান্যাল

"আমার আপনার মাঝে যে আনন্দ,
সে আনন্দ যখন অপরের মাঝে দেখি তখন এ কথা বলিবার প্রয়োজন থাকে না
তাহাকে আমার কেন ভাল লাগে।"

বন্ধু সেই যার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করা যায়। যে কোন আনন্দের মুহূর্তে মনে হয় তার সাথে আনন্দটা ভাগাভাগি করে নেই। আবার জমে থাকা দুঃখের কথা, কষ্টের কথা বলে হালকা হওয়া যায়। পদার্থ বিদ্যার সূত্রের মতো দুই বন্ধুর ফ্রিকোয়েন্সি এক হয়ে রূপ নেয় বন্ধুত্বের অনুনাদ বা রেজোন্যান্সে। আজ লিখতে বসেছি তেমনই এক বন্ধুর কথা। কথা না বাড়িয়ে শুরু করি সেই গল্প।

ঘটনা - ১

সময় ১৯৭১। বিশ্বের মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ পাকিস্তান। সেখানে জেগে উঠেছে এক পাশবিক উন্মত্ততা। বাইরের পৃথিবীর অনেকেই এর নাম দিল গৃহযুদ্ধ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান অধিবাসী বাঙ্গালীর কাছে তা অস্তিত্বের লড়াই। ২৫ শে মার্চ কালো রাতে পশ্চিমা মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরীহ বাঙ্গালীর ওপর। টার্গেট সাধারণ জনগণ হলেও শাসকগোষ্ঠী একে ধর্মীও রূপ দিতে শুরুতে মূলতঃ হিন্দুদের ওপরেই আঘাত হানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হিন্দু হোস্টেল জগন্নাথ হলের সমস্ত ছাত্রদের এক লাইনে দাড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলা হয়। আর টার্গেট হোল বুদ্ধিজীবীরা। উদ্দেশ্য প্রতিবাদী বাঙ্গালীর মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া। এই গল্পের নায়ক জন্মসূত্রে হিন্দু, আর কর্মসূত্রে বুদ্ধিজীবী। স্থানীয় সরকারী কলেজের শিক্ষক এই ভদ্রলোক নানা কারণে মফস্বলের স্থানীয় বুদ্ধিজীবী তালিকায় প্রথম সারিতে। এলাকার সবাই তাঁকে এক নামে চেনে। কাজেই টপ টার্গেট। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি রাজনৈতিক হাওয়া পাল্টা হাওয়ার দিকে সতর্ক নজর রাখছিলেন। সামনে মহা বিপদ অনুমান করে ২৪ শে মার্চ দুটো ছোট ছেলে, সন্তান সম্ভবা স্ত্রী, ছোট ছোট কয়েকটি ভাই, তিন বোন আর মাকে নিয়ে শহর ছেড়ে তিনি আশ্রয় নিলেন গ্রামে। পেছনে পরে রইল এতদিনের আশ্রয় আর সঞ্চয়। আর ঠিক পরের দিন হানাদার বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় শহরটিতে চালায় পাশবিক নিধন যজ্ঞ। মাত্র একদিনের জন্যে বেঁচে গেল পরিবারটি।

এর পরের কয়েক মাস প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এক পরিবারের অনিশ্চয়তায় চলা। কখনো চেনা কখনো অচেনা মানুষের বাসায় আশ্রয় নিতে হয় অজানা আশংকায়। কখনো পরিচিত জনের অদ্ভুত আচরণ, আবার কখনো সম্পূর্ণ অপরিচিতের অপূর্ব আতিথেয়তা। হিসেব বিজ্ঞানের এই শিক্ষককে প্রতিদিন হিসেব কষতে হয় কি ভাবে পুরো পরিবারকে রক্ষা করবে। বয়স্কা মা। সুন্দরী স্ত্রী অনাগত সন্তানকে বয়ে নিয়ে চলেছেন, দুই পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ছোট বড় সকলের পকেটে সামান্য কিছু টাকা আর কয়েকটি ঠিকানা রেখে দেয়া হয়েছে। অবস্থা বিশেষে কেউ আলাদা হয়ে পড়লে কাজে লাগতে পারে। ছোট ছেলেটাকে কোলে করে সেই অনন্তকাল

ধরে অনাদিকালের দিকে যাওয়া। ছেলেটি এমনিতে শান্ত, কিন্তু বয়সের তুলনায় একটু বেশীই নাদুস নুদুস। ফলে কেউ কোলে নিতে চায় না। পুরোটা সময় অগত্যা বেচারা শিক্ষক ডানে বাঁয়ে করে টেনে চলেছেন। দু হাতে পিতৃত্বের সুপারি। অন্য এক কোটি উদ্বাস্তুর মতোই এরাও ধীরে ধীরে এগোতে থাকে ভারতীয় সীমান্তের দিকে।

অবশেষে বুঝি সব যন্ত্রণার শেষ হয়। ওই তো দেখা যায় বর্ডার। শিক্ষক পরিবারটি চলেছেন একটা ছোট খাটো দলের সাথে। এ রকম একটি দলের সাথে ভিড়ে যাওয়ার সুবিধে হোল, আশেপাশে সুবিধাবাদী মানুষ থাকলেও সহজে ঘাটাতে যাবে না। সামনে একটা ধুলোর রাস্তা দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর পাকিস্তানী জিপ এখানে টহল দেয়। খবর ঠিক থাকলে প্রতি ২০ মিনিট পরে পরে এই টহল। একটা জিপ চলে গেলে ওর মিলিয়ে যাবার আগেই দিতে হবে দৌড়। যতটা

পারা যায় নীরবে নিঃশব্দে বিড়ালের মতো। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলেই পুরো দলকে দিতে হবে চরম মূল্য। দু দিন আগেই একটা পুরো দল ব্রাশ ফায়ারে এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাচ্চা গুলোকে খুব ভালো করে বোঝানো হোল। বয়স্কদের ঝুরিতে করে তুলে নেয়া হয় মাথায়। প্রস্তুত পুরো দল। শুধু ধিক্ ধিক্ শব্দ বুকে, পারলে সেটাকেও ওরা বন্ধ করে রাখে। আর ঠিক এ সময় ছোট ছেলের চিৎকার। সহসা এই শব্দে অজানা আশংকায় পুরো দল শিউরে ওঠে। অসহায় শিক্ষক আর তাঁর স্ত্রী সহস্র চেষ্টা করে সে শব্দ থামাতে। বিধি বাম। যে ছেলে এতটা পথ ছিল শান্ত সে যেন আজ পণ করেছে থামবে না। চারপাশের ভয়ার্ত বিরক্ত চোখ যেন গিলে খাবে ওদেরকে।

- ফেলে দিন মশাই। এর জন্য আমরা কি সকলে জীবন দেব? একে নিয়ে পার হতে গেলে আমরা সবাই ধরা পড়বো।

ছেলেকে আরো সজোরে বুকে চেপে ধরলেন শিক্ষক। তার পরে কোন দিকে না তাকিয়ে শুরু করেন তাঁর দৌড়। হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষক এখন কোন হিসেবের তোয়াক্কা করেন না। পিছে ফেলে রেখে চলেন যত হিসেব, যত সঞ্চয়, যত অর্জন। নিয়তি এই চরম পরীক্ষার পরে তাঁদেরকে সাদরে বরণ করে নেন ভারতীয় সীমান্তে। পাঁচকোটি মানুষের জনপদ পশ্চিম বাংলা কাছে টেনে নেয় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান মানে আজকের বাংলাদেশ থেকে আগত এক কোটি উদ্বাস্তুকে। বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর এই সহানুভূতি - আঞ্চলিকতা আর ধর্মীয় বৈষম্যের অনেক ওপরে স্থান করে নেয়।

ঘটনা - ২

সে দিনের সেই শিক্ষক এখন প্রায় ৫০ বছরের যুবক। এখনো পিটিয়ে টেনিস খেলেন মাঝে মাঝেই। ছেলে মেয়ে সবাই বাইরে থাকে। বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, দ্বিতীয়টি ইঞ্জিনিয়ারিং এ শেষ বর্ষে। মেয়ে ডাক্তারি পড়ছে। সবচেয়ে ছোটোটি উচ্চমাধ্যমিক শেষে ঢাকায় কোচিং করছে। যে দিনটির কথা বলছি সেটা ছিল এক চমৎকার সন্ধ্যে। ফ্লাড লাইটের আলোয়

টেনিস খেলবার জন্য বোধকরি এর চেয়ে ভালো সময় আর হয় না। মাঝ বয়সী ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে তিনি ইতিমধ্যে কয়েক সেট খেলে ফেলেছেন। তবুও ছাড়তে ইচ্ছে করে না। একটু ক্লান্ত লাগছে। পাত্তা দিলেন না। শুরু করলেন নতুন আরেকটি সেট। প্রিয় ব্যাক স্ট্রোক। সহসা পরিচিত পৃথিবী দুলে উঠল। আকাশের সব তারারা ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল চোখের সামনে। শিক্ষক মহাশয় ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন টেনিস কোর্টে। নির্বাক, অচেতন। ছুটে এলেন আশেপাশের সবাই। পালস ২৫। সাথে সাথে কাছের হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে। চার পাশে উৎকণ্ঠিত অজস্র চোখ। কিছুক্ষণ সময় লাগলো সব কিছু বুঝতে। মনে পড়ে গেল সবকিছু। তাঁর কিছু একটা হয়েছে। বড় কিছু। মনে পড়ল দ্বিতীয় ছেলেটির কথা। আর কয়েকদিন পরেই ওর ফাইনাল পরীক্ষা। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম্‌পিটিটিভ প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের' সবচেয়ে কম্‌পিটিটিভ ডিপার্টমেন্ট ''কম্পিউটার সায়েন্স' বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র সে। পুরো দেশ থেকে বেছে বেছে ৩০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষকটির বড় স্বপ্ন এই ছেলেটিকে নিয়ে। সবকিছু ঠিক থাকলে সে নিশ্চিত প্রথম হবে। এ সময়ে তাঁর এই অসুস্থতা সে স্বপ্নকে নিমেষে মিশিয়ে দিতে পারে। আবার জেগে উঠল একাত্তরের সেই রক্ত। না, কিছুতেই না। চেতনা ফিরেই প্রথম যে কথা বললেন তা হল, কিছুতেই যেন সেই ছেলে এ খবর না পায়। বড় ছেলে ছুটি নিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে এসেছিল। তাকে পাঠিয়ে দেয়া হোল পাছে পরীক্ষার্থী ছেলেটি কিছু সন্দেহ করে বসে। মাস খানেক পড়ে পেসমেকার নিয়ে শিক্ষক আবার ফিরে এলেন পুরনো টেনিস কোর্টে। আর ছেলেটি প্রথম হয়ে যোগ দিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় - শিক্ষকটি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারুণ্যে, আর্থিক অস্বচ্ছলতা আর নিয়তির পরিহাসে কোনদিনই যা পূরণ হয় নি।

সে সময়ের নাদুস নুদুস সেই ছেলেটি আমি যাকে বুকে জড়িয়ে আমার প্রিয় বন্ধু শিক্ষক বাবা তাঁর জীবনকে বাজি রেখেছিলেন। সে দিনের সেই শেষ বর্ষের ছাত্রটি আমি যার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে জীবনের এক চরম সময়েও আমার প্রিয় বন্ধু সচেতন ছিলেন। মহাসমুদ্রের দুপার থেকে আজ ও বাবা আর আমি আমাদের অনেক ভালোবাসার বিষয় থেকে যে কোন একটি নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একদা বিশাল জলস্রোত আর এখন নালার মতো নারদ নদের পাড়ে ছোট্ট শহর নাটোর। এক মাথা থেকে আরেক মাথা গুন গুন গান গাইতে গাইতে হেঁটে পাড় হওয়া যায়। কিন্তু এই শহরের রয়েছে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য। অর্ধ বঙ্গেশ্বরী নাটোরের রানী ভবানীর কথা এখনো বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নাটোরের কাঁচা গোল্লা পুরো ভারত বিখ্যাত। জীবনানন্দের বনলতা সেনের দেশ নাটোরে পুরনো রাজবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সোনালী অতিতের স্মৃতি নিয়ে। এখানেই আমার পূর্ব পুরুষদের নিবাস। জন্ম পরাম্পরায় শিক্ষক। শুধু আমার ঠাকুরদা ছিলেন ব্যতিক্রম। নেতাজী সুভাস বোস আদলের প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ এই ভদ্রলোকের কাছে পুরো বিশ্বটাই ছিল সংসার। আশে পাশের মানুষের শত সমস্যার সমাধান করতে করতে নিজের পরিবারের দিকে মনোযোগ দেয়ার কোন সময় পেতেন না। পরিণামে ভোগান্তি বয়ে বেড়াতে হয় পরবর্তী প্রজন্মকে। বাবা ছিলেন সেই প্রজন্মের বড় ছেলে। ছোট পাঁচ ভাই, বড় দু বোন আর ছোট তিন বোন। যে বাসাতে সব সময় বাজার থাকে না, পুকুরের পাড় থেকে শাক তুলে মেটাতে হয় ক্ষুধার্ত উদরের পাওনা সেখানে নিয়মিত লেখা পড়ার বই কেনা ছিল বিলাসিতারই নামান্তর। ছোট বেলা থেকেই বাবা অজস্র প্রাইভেট টিউশনি করে জোগাড় করতেন নিজের আর ছোট ভাই বোনের টিকে থাকার রসদ। বই ধার করে পিঠাপিঠি বোনের সাথে শেয়ার করতে হত। এ ভাবেই চলে এলো

ম্যাট্রিকুলেশন। সে সময় ম্যাট্রিকুলেশনে কোন সায়েন্স আর্টস ভাগ ছিল না। সবাইকে অবাক করে এই ছোট্ট মফস্বল থেকে বাবা ফার্স্ট স্ট্যান্ড করলেন। সে সময় ম্যাট্রিক পাশ করলে পাশের গ্রাম থেকে দেখতে আসত। কাজেই বাবার এ রেজাল্ট কী রকম আলোড়ন তুলেছিল তার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই।

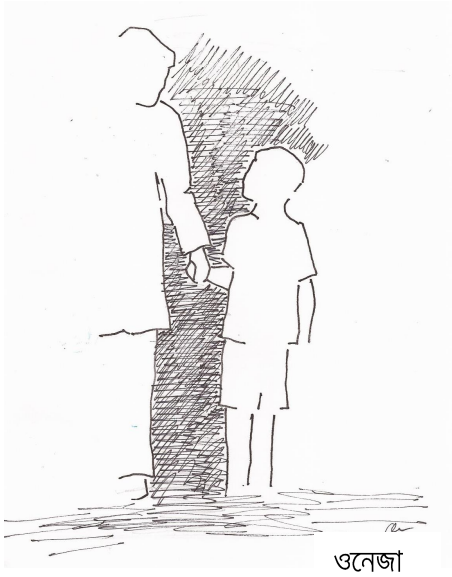
ওনেজা

নাটোরে উচ্চমাধ্যমিকে তখনো সায়েন্স খুলেনি। বাবা এতো ভালো রেজাল্ট করে সায়েন্স পড়বেন সেটাই স্বাভাবিক। উচ্চাকাংখার স্বপ্ন নিয়ে বাবা গেলেন কলকাতায়, উদ্দেশ্য কোন আত্মীয়ের বাসায় লজিং থেকে পড়া। সেদিন গরীব এই মেধাবী ছেলেটিকে কেউই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। কাজেই বাবা আবার ফিরে এলেন নাটোরে, ভর্তি হলেন কমার্সে। এবার হায়ার সেকেন্ডারিতে বাংলাদেশে ফার্স্ট। পড়াশোনার পাশাপাশি দেখতে হয় পরিবারের অন্যদের। তাই ভর্তি হলেন সবচেয়ে কাছের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে। আবার ফার্স্ট হলেন মাস্টার্সে। পছন্দের ক্যান্ডিডেট ফার্স্ট না হওয়ায় সে সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁকে শিক্ষক নিলেন না । আকাশে ওঠার স্বপ্নে পরিবারকে পিছে ফেলে যাওয়া যায় সামনে। অথবা সে উচ্চাশা কে আপাতত শিকেয় তুলে রেখে করা যায় পূর্ব পুরুষের প্রায়শ্চিত্ব। বাবা বেছে নিলেন দ্বিতীয়টি। ফিরে এলেন নাটোরে স্থানীয় কলেজে শিক্ষকতায়। শুরু হল দিন রাত্রি টিউশনি। এর পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহুবার ডাক এসেছে, কিন্ত অভিমানী মন আর ওদিকে ফিরে তাকায় নি। শিক্ষকতা ছিল আমাদের রক্তের ধারা। কাজেই বাবা যে এই পেশাতেই তাঁর সার্থকতা খুঁজে পাবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর তারই ফলশ্রুতিতে বাবা পেয়েছিলেন সরকারীভাবে জাতীয় শিক্ষকের সম্মান। বাবা চিরকাল নাটোরেই থেকে গেলেন। দেশ আর জাতীয়তা বার বার বদল হয়েছে, কিন্তু শহর বদলায় নি। প্রথমে ভারতীয়, এর পরে পাকিস্তানি, পরিশেষে বাংলাদেশী।

আমার মা আর বাবা একই পাড়াতে থাকতেন। মা জমিদারের আদরের কন্যা আর বাবা গরীব মেধাবী ছেলে। মা বালিকা বিদ্যালয়ের ফার্স্ট গার্ল আর বাবা বালক বিদ্যালয়ের ফার্স্ট বয়। অনেকটা বাংলা সিনেমার চলচ্চিত্রের মতো ছিল তাঁদের প্রেম। পরিবারের সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে ধনীর আদরের দুলালী মা বউ হয়ে আসেন বাবাদের গরীব সংসারে। মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা শ্বশুরের কাছ থেকে ধার করে বিয়ে করেন আর পরে পুরোটা আস্তে আস্তে শোধ করে দেন। আমরা ছিলাম চার ভাই বোন। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই দেখেছি বাবা সমানে ছাত্র পড়িয়ে চলেছেন। আর মা হিসেব করে আমাদের আর সেই সাথে কাকা পিসিদের মানুষ করছেন। মা ছিলেন সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আমরা যে মাকে দেখেছি তিনি ছিলেন সাদা মাটা শাড়ি পড়া সদা ব্যস্ত এক সংসারী চরিত্র। শুধু মাঝে মাঝে মায়ের বিয়ের আগের নায়িকা ফ্যাশানের দু একটি ছবি বেরিয়ে পরতো। কিছুতেই এখনকার মায়ের সাথে মেলাতে পারতাম না। আজ বরং মায়ের প্রসঙ্গ থাক। সে না হয় আরেকদিন বলবো যদি আপনাদের সময় থাকে। আজ শুধু এসেছি বাবার কথা বলতে।

বাসার বাইরের দিকে একটা ছাত্র পড়ানোর ঘর ছিল। সকাল থেকে বাবা সেখানে পড়াতেন। তারপর একবার এসে খেতেন সকালের খাবার। একটা বাই সাইকেল ছিল। সেটা নিয়ে বাজারে যেতেন। ফিরে এসে আবার একটু ছাত্র পড়িয়ে চলে যেতেন কলেজে। কলেজ থেকে ফিরে একটু খাবার খেয়ে বই নিয়ে কয়েক মিনিট গা গড়ানো। সময় পেলে আরেক ব্যাচ ছাত্র। বিকেল হলেই হাফ প্যান্ট পরে বাই সাইকেল নিয়ে চলে যেতেন টেনিস খেলতে। নাটোর টেনিস ক্লাবে টেনিসের মান

যথেষ্ট ভালো ছিল। বাবা দু বার রাজশাহী ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। বাবা সার্ক স্যাটেলাইট টুর্নামেন্টের আম্পায়ারও ছিলেন। আর এই সুবাদে পরিচয় ছিল সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের সাথে।

সন্ধ্যায় ফিরে বাবা চলে যেতেন স্থানীয় নাট্য দল সাকামে। সাকাম সে সময় মঞ্চ নাটক আন্দোলনে সামনের দিকে। প্রতি মাসে দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখানো হোত। নিজেদের স্থায়ী মঞ্চ। বাবা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কখনো নজরুলের গান নিয়ে গীতিনাট্য লেখা আর পরিচালনা করা। কখনো 'চণ্ডালিকা', কখনো বা 'দোহাই হাসবেন না', 'বৌদির বিয়ে' এর মতো মঞ্চ সফল নাটকের নির্দেশনা। কলকাতার নাট্য জগতের আর ঢাকা থিয়েটারের কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে বাবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাবা ছিলেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের নাটোর জেলার সংগঠক। সপ্তাহে ছুটির দিনে ব্যস্ত থাকতেন তা নিয়ে। হত বই পড়া প্রতিযোগিতা। ছোট্ট শহরে এই উদ্যোগটি অনেক কচি মনে স্বপ্নের জাল বুনেছিল। আমাদের বাসার পেছনে এক সোনার দোকানের কর্মচারীর ছেলে এই সংগঠনটি করতে করতে এক সময় ভর্তি হয় ডাক্তারিতে। ছুটি পেলে ছেলেটি চুপচাপ আমাদের বাসাতে এসে বসে থাকতো। এভাবে বাবা কত জীবনের মোড় ঘুরিয়েছেন আর পেয়েছেন অফুরন্ত শ্রদ্ধা। শিক্ষক জীবনে বাবা ছাত্রদের কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছেন তাই দিয়ে ভুলে থেকেছেন তাঁর সব না পাওয়ার অপূর্ণতা।

আমার প্রাথমিক স্কুল জীবনের দিনগুলোতে বাবার এই কর্ম ব্যস্ততা একটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। বাবা ছাত্র পড়াতেন আর আমরা দু পিঠাপিঠি ভাই কোলাহল করে ভেতরটা নরক গুলজার করে তুলতাম। মাঝে মাঝে ভেতরে এসে ধমক। ব্যাস সারাদিনে এ টুকুই যোগাযোগ। খুব ছোটখাট বিষয়, যেমন টেনিস বল দিয়ে জ্বলন্ত লাইট ভাঙ্গা অথবা বাসন মাজার ভীম দিয়ে দাঁত মাজা কিংবা সামান্য ট্রানজিস্টার ভাঙা এসবের জন্য অহেতুক বকুনি খেতে কার ভালো লাগে? সে সময়ের বাবারা সন্তানের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকবে এটাই যেন নিয়ম ছিল। বাবারা সব কিছুই তদারকি করবে, কিন্তু নেপথ্য থেকে। আই লাভ ইউ বলে ছেলেকে কাছে টেনে নেবে আর একসাথে গল্প করে সময় কাটাবে এটা ছিল একেবারে চিন্তারও বাইরে। কচি মন অত শত বোঝে না। শুধু বোঝে বাসায় বাবা নামের এক প্রাণী থাকে যে মাঝে মাঝে ধমক দেয়। কাজেই দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে আমরা যখন কিছু দিনের জন্য বাইরে যেতাম তখন আবিষ্কার করতাম অন্য রকম বাবাকে। আমার খুব ভালো লাগতো ট্রেনে করে দূরে যেতে। জানলার পাশে বসতাম। আর বাবা পাশে বসে বর্ণনা দিতেন সব কিছুর।

মাধ্যমিকের পর আমি বাড়ি ছাড়লাম। ভর্তি হলাম রাজশাহী কলেজে। সপ্তাহে, দু সপ্তাহে একবার বাসায় আসতাম। বয়সের সাথে সাথে সংসারের ছোট খাট সমস্যাকে, আমাদের সাংসারিক অসচ্ছলতাকে অল্প স্বল্প বুঝতে শিখেছি। বাবা কে ছোট তিন বোনকে বিয়ে দিতে হয়েছে। এর

পাশাপাশি ছোট ভাইদের পড়াশোনা। আমাদের শোবার ঘরে কোন ফ্যান ছিল না। অসংখ্য তালি দেয়া সুতির মশারিতে মশারা এসে গান শুনিয়ে যেত। প্রচণ্ড গরমে হাত পাখা নাড়তে নাড়তে দু ভাই ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার খুব গল্পের বই পড়ার ঝোঁক ছিল। পয়সা জমিয়ে বই কেনা ছিল আমার হবি। এ সময় বাবার সচেতন গাইড আমার সামনে ধীরে ধীরে বিশ্ব সাহিত্যের দুয়ার খুলে দিতে থাকে। আমাদের আলোচনা চলত কখন ভিক্টর হুগো, পারলস এস বাক, কৃষন চন্দর, ইস্মত চুগতাই, কখন বা বিভূতি ভূষণ, আবু সাইয়িদ আয়ুব আর মুজতবা আলী কে ঘিরে। এখনো সে আলোচনা চলে সময় সুযোগ পেলেই। সে সময় ''মাসুদ রানা'' সিরিজটি ছিল খুবই জনপ্রিয়। আমার অন্য বন্ধুরা লুকিয়ে লুকিয়ে ওগুলো পড়তো। আর আমি পড়তাম বাবার সাথে শেয়ার করে।

এভাবেই মনের অজান্তে বাবা কখন যেন আমার মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে নেয়।

বাবা বক্তা হিসেবে খুবই উঁচু মানের। এর পেছনে রয়েছে স্পষ্ট উচ্চারণ, বিষয়ের গভীরতা, সাবলীলতা আর শ্রোতাদের মনের কথা বুঝতে পারা। ছাত্র বয়সে বাবা ছিলেন নাটোর কলেজের প্রথম ইলেক্টেড ভিপি। তাঁর সংসদের লাইব্রেরী সম্পাদক পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের মন্ত্রী হয়েছিলেন। বাবা মজা করে বলেন - ও আগে আমার ক্যাবিনেটে ছিল, এখন এরশাদের ক্যাবিনেটে যোগ দিয়েছে। শহরের যে কোন সভা, জন্ম জয়ন্তি, সাহিত্য আলোচনাতে বাবা এখনও প্রধান বক্তা। তাঁর মতো আসরে জমিয়ে গল্প করতে আর গুণমুগ্ধ শ্রোতা তৈরি করতে আমি জীবনে খুব কম মানুষকে দেখেছি। আর রয়েছে প্রচণ্ড স্মরণশক্তি। এখনো সত্তর বছর বয়সে বাবা বলে দিতে পারবেন আমার বন্ধুদের নাম আর কে কোন এলাকার। আর একটা মজার বিষয় হোল বাবা কোনদিন গাড়ি চালায় নি। অথচ ডিরেকশন আর জিওগ্রাফি সম্পর্কে বাবার এতো সুস্পষ্ট ধারণা আমি পরিচিতের মধ্যে খুব কম দেখেছি।

বাবার সাথে মাঝে মাঝেই ঢাকা যেতাম। সেই বেড়ানোর মধুময় স্মৃতি এখনো মনে পড়ে। আমি এখনো বাবার সাথে কোথাও বেড়াতে সবচেয়ে বেশী উপভোগ করি। আমরা দুজনেই বেড়াতে খুব পছন্দ করি। দুজনেই প্রকৃতি প্রেমিক। দুজনেই ঘরের পাশের পরিচিত বৃক্ষকে প্রতিদিন নতুন করে আবিষ্কার করি।

মনে পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে আমি নাটোরে বসে আছি রেজাল্টের প্রতিক্ষায়। রাজশাহী কলেজের বন্ধুরা আমাকে খুঁজছে। বাবার কথা, যে রেজাল্ট তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে তার জন্য এতো তাড়াহুড়ো কেন? লোকে এসে জানাবে তা হলেই আগে জানবে। সময় সন্ধ্যে ৬ টা ১৫। মনে হয় এই তো সেদিন। টেলিভিশনে স্থানীয় সংবাদে আমার রেজাল্ট জানালো। ফুটবলে গোল দিলে যেমন হয়, বাবা আর আমি দুজনে ছুটে গেলাম দুজনের দিকে। জড়িয়ে ধরলাম দুজনকে। এর পরে জীবনে বহুবার বহু কিছুতে আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু কিশোর বয়সের সে দিনের সেই অনুভুতির কাছে সে গুলো ম্লান।

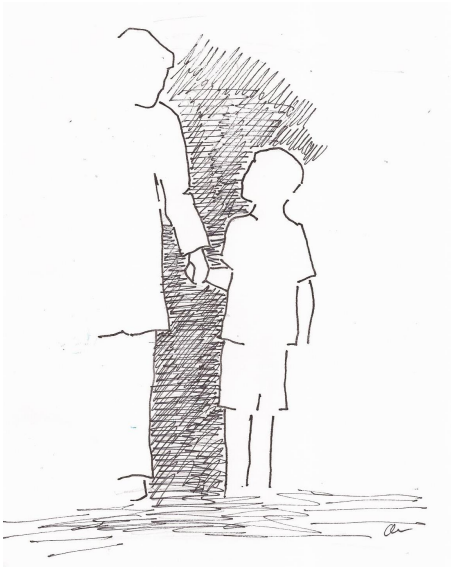

তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে কেবল কম্পিউটার সায়েন্স খুলেছে। বাংলাদেশে প্রথম। দেশের সেরা ছেলেরা সবাই সেখানে ভর্তি হতে চায়। মাত্র ৩০ টি সিট। জীবনে কম্পিউটার চোখে দেখিনি। তবুও চোখ কান বুজে সেখানে ভর্তি হয়ে গেলাম গড্ডালিকার স্রোতে। বুয়েটে বন্ধুরা অনেকেই টিউশনি করতো। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে। টিউশনির অনেক চড়া বাজার ছিল। বাবার এক কথা, আমি টিউশনি করে জীবন চালিয়েছি আমার সন্তানকে তা হতে দেব না। বরং ভালো রেজাল্ট করো। কাজেই আমি পুরো বুয়েট লাইফে টিউশনি করি নি। আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেয়া হয় অনেক টাকা দিয়ে। সে সময় আমরা বড় দু ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি, বোন ডাক্তারিতে। বাবা মা'র গোনা টাকা বেতনে এটা যে কত কঠিন ছিল সেটা লিখতে গেলে আরো কয়েক পাতা হয়ে যাবে। চার বছর পড়াশোনা শেষে রেজাল্ট বেরোল। আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলাম। পরের দিনই অফার পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার। বাবাকে ফোন করলাম। বাবার তখনো অবিশ্বাস। সেই পুরনো দিনের স্মৃতি এখনো

তাড়িয়ে বেড়ায়। এটা কি ফাইনাল? পড়ে রেজাল্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে না তো? তুমি কি হাতে অফার লেটার পেয়েছ? বাবার কিছুদিন আগে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছিল। কাজেই মিষ্টি খাওয়া বাদ। পুরো খবরে কনফার্ম হয়ে ঘোষণা দিলেন, আজ আমি রসগোল্লা খাব।

স্নেহ নিম্নমুখী। ইংরেজিতে একটা মুভি আছে "পে ইট ফরওয়ার্ড "। একজন তোমার জন্য ভাল কিছু করলে তুমি যদি শোধ দিতে না পার তাহলে আর কারো জন্য ভাল কাজ কর। সংসারটা এমনি। সন্তানের প্রতি বাবা- মায়ের যে ভালোবাসা তা ফেরত দেয়া যায় না। শুধু সেটাকে বিলিয়ে দেয়া যায় পরবর্তী প্রজন্মে। তবে বাবার সাথে আমার যে সম্পর্ক তা শুধুই সম্পর্কের ভালোবাসা নয়, বন্ধুত্বও যা বয়স ও কালের অনেক উর্ধ্বে।

Legendary Bengali Scientist Sir Jagadish Chandra Bose

Dr. Nil Ratan Saha

Acharya Sir Jagadish Chandra Bose (also known as J.C. Bose) was a legendary Indian Bengali polymath: a physicist, biologist, botanist and archaeologist. J.C. Bose occupies a unique position in the history of modern Indian science. He is also considered the father of Bengali Science Fiction.

Early Life and Education:

Sir Jagadish Chandra Bose was born on November 30, 1858 in Mymensingh (now Bangladesh) to a well-to-do family. His father, Bhagaban Chandra Bose, served the British India government in various executive magisterial positions. Bhagaban Chandra believed that a person should learn about their own heritage and native language before learning English. As a consequence, Bose's father sent him to vernacular school during the British rules. As a distinguished student, he began attending St. Xavier's College in Calcutta and received a bachelor's degree from the University of Calcutta in 1879. Within a year, he left India at the age of 22 years and studied medicine at London University in England, but stopped his studies due to his own ill health. He later moved to Cambridge to study Natural Science.

Professional Life:

J.C. Bose moved back to India and joined Presidency College as Assistant Professor of Physics; the first Indian to hold the title even though the British administrators strongly opposed his appointment. In fact, he was offered only one-third the salary of the school's white professors, and in protest he took no salary at all for several years. Wealth and power never attracted him. He toiled for science like a saint; selflessly, and became an exceptional scientist and great example to all who knew him.

Most of his landmark physical and biological experiments were carried out at the Presidency College laboratory, a modest 24 square feet office space, which he constructed into a laboratory. J.C. Bose first proved that plants also have life; like the human beings. Plants also have feelings. They rejoice and feel pains just like us. In addition, Bose invented several sensitive instruments.

J.C. Bose founded the 'Bose Institute' in Calcutta, 1917 with donations collected from the people. He remained Director until his death on November 23, 1937. In 1920, he became the first Indian elected to membership in the prestigious Royal Society.

Satyendra Nath Bose and **Meghnad Saha** were two of his notable students who became successful in their lives; both heavily contributed to the science in India and global.

Inventions:

Sir J.C. Bose did pioneering research, first in physics and then in physiology. He invented the Crescograph, a device for measuring growth in plants. He was a pioneer in microwave optics technology and showed that semiconductor rectifiers could detect radio waves for the first time. He was also the inventor of wireless telegraphy, but before he could register his patent, Guglielmo Marconi secured his patent on wireless telegraphy. In 1904 he was the first person from the Indian subcontinent to receive a US patent.

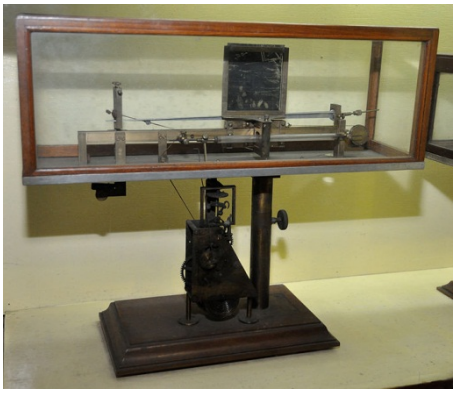

Crescograph invented by J. C. Bose

Microwave Apparatus invented by J.C. Bose

Friendships with Rabindranath Tagore:

Bose was a close friend of Rabindranath Tagore (1861-1941) and received much emotional support from him during difficult times. Tagore invited Bose to visit and he stayed with him for some time. Upon Bose's request during his stay Tagore wrote the story 'The Cabuliwallah', a fantastic story narrates a deep and strange friendship grew up between a rough pathan and a Bengali girl.

Author of books:

- Response in the Living and Non-living, 1902
- Comparative Electro-physiology: A Physico-physiological Study, 1907
- Researches on Irritability of Plants, 1913
- The physiology of photosynthesis, 1924
- The Nervous Mechanisms of Plants, 1926
- Plant Autographs and Their Revelations, 1927
- Growth and tropic movements of plants, 1928
- Motor mechanism of plants, 1928

দলছুট

সুজয় দত্ত

জনারণ্যে একা লাগে।
ট্রামে-বাসে, ভীড় পথে, দোকানে-বাজারে
প্রাত্যহিক চেনামুখ, চেনা অবয়ব
হঠাৎ অচেনা লাগে — মনে হয় কোন্ গ্রহে থাকে?
অফিসের জীর্ণ ক্যান্টিনে
কিংবা পথের ধারে চায়ের মলিন খুপরিতে
এড়িয়ে হাজার চোখ খুঁজে নেয় মন
আলো-আঁধারিতে এক নিভৃত কোণ —
তারপর মাটি ছেড়ে চুপিচুপি চলে যায় দূর, বহুদূর ছায়াপথে।
সেখানে ছড়িয়ে থাকা গ্রহ-তারা-নীহারিকা — তারাও তো ভীড় থেকে দূরে
অসীম শূন্যতার অনন্ত পারাবারে উজ্জ্বল একেকটা দ্বীপ।
লক্ষ জ্যোতিষ্কের মধ্যে থেকেও ওরা আমারি মতন নিঃসঙ্গ।
মাঝে মাঝে ভুলে যাই মানুষ সঙ্গী চায় কেন?
শরীর না মনের তাগিদে?
সাথীহীনতায় আছে অদ্ভূত স্বাধীনতা — নেই বন্ধন, পিছুটান।
মুক্ত আকাশ ছেড়ে মানুষ নিজেকে ঘিরে তবুও তো কারাগার রচে!
কেন এ শিকলপ্রীতি? কিসের অমোঘ টানে হাতে হাত, চোখে চোখ রাখা?
উত্তর পেতে হলে হয়তো ফিরতে হবে চিরপরিচিত সেই ভীড়ে—
চেনা ব্যথা, চেনা সুখ, চেনা চেনা হাসিমুখ, চেনা আশা-স্বপ্নের নীড়ে।
শুনেছি স্বপ্ন কাচ, ভালবাসা সীসে — ভয় করে তাই, ভয় করে।
ভাঙ্গন সইতে পারে কঠিন হৃদয় — আমি তো ফুলের ঘায়ে কাঁদি।
পৃথিবীতে ভীড় ঠেলে তারাই এগোয় যারা আঘাত দিতে ও পেতে জানে।
ওরাই চালায় ইতিহাসের চাকা আর প্রগতি-রথের রশি টানে।
ওরা আর আমি একই গ্রহের মানুষ, তবু লক্ষ যোজন যেন দূরে।
ওরা করে, আমি দেখি, ওরা পড়ে, আমি লিখি — জীবন বাজে না একই সুরে।
তবুও প্রশ্ন জাগে — কখনো ক্লান্ত লাগে ওদেরও কি?
ভীড় থেকে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে ওরাও কি একা হতে চায়?
তাহলে তাকায় যেন রাজপথ থেকে দূরে, ছায়াঘেরা নির্জন কুঞ্জে।
দেখবে সেখানে এক দলছুট কবি
জীবনের রং দিয়ে এঁকে চলে ছবি —
কবিতা জানায় তার একাকিত্বের আহ্বান।

কালান্তরী

শুভ্র দত্ত

বিক্রমাদিত্য (পট্‌লা)

দুশ্‌শালা মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল বউএর কথা শুনে। বলে কিনা কেলোর জন্য একটা কালান্তরী চাই-ই চাই। বোঝো বুদ্ধি। ক্লাস টেনে পড়া একফোঁটা ছেলে, তার জন্য কিনতে হবে কালান্তরী, মানে সাদা বাংলায় যাকে বলে টাইম-মেশিন। আরে বাবা ওসব এক যুগ থেকে অন্য যুগে ঘুরতে বেড়াতে যাওয়ার সখ বড়লোকেদের পক্ষে ঠিক আছে; গরিবের কি ওসব ঘোড়ারোগ মানায়? এমনিতেই আমার অটোরিকশাটার পেছনে এরমধ্যে একগাদা বাড়তি টাকা বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, অটোরিকশা। ধার-ধোর করে অটোটা কিনেছিলাম কয়েক বছর আগে। সেই টাকা শোধ করতেই পকেট ফাঁকা হওয়ার যোগাড়। এরই মধ্যে হঠাৎ গতমাসে বাজারে নোটিস পড়লো, সব অটোকে এখন থেকে পারমাণবিক শক্তিচালিত করতে হবে। পুরোনো আমলের অ্যাভোলাইট বা ফ্লুরোলিনে চালানো ইঞ্জিন এখন থেকে বাতিল। কি আর করি, বাধ্য হয়ে আরেকটা লোন নিতে হল ইঞ্জিন বদলাতে। এর ওপরে আবার কালান্তরী! যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। এবার এই পট্‌লাকে দেশান্তরী হতে হবে।

যাক্‌গে, দেশান্তরী না হই, রাস্তাতেই হেঁটে আসি কিছুক্ষণ। অটোটাও নেই এখন। দিনের বেলায় আমি ওটা চালাই, তারপরে চালায় ঘন্টু। ওরা পাশের বাড়িতে থাকে। ঘন্টু দিনের বেলায় সাফাইকর্মী, আর সন্ধের পর আমার অটোটা চালায়। আমাকে ফিফটিন পার্সেন্ট দেয় ওর কামাই থেকে।

ঘন্টুটা লোক খারাপ নয়, তবে ব্যাটা হেবি চালবাজ। সেদিন বলে কিনা একটা ফাটাফাটি কালান্তরী নামিয়ে দিয়েছে। গিয়ে দেখলাম ফাটাফাটি নয়, ফাটা। মালটা সেকেন্ড হ্যান্ড তো বটেই, তার ওপরে ধুরধুরে পুরোনো একটা লক্কর। চৌধুরিরা বাতিল করে দিয়েছিল। ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছে। ওটাতে ফিউচারে যাওয়ার ফাংশনটাই খারাপ হয়ে গেছে। এখন শুধু পাস্ট-এ যাওয়া যায়। তাও হেবি স্লো।

কেলোটা ওর স্কুলের প্রজেক্টের ব্যাপারে বোধ হয় আপসেট হয়ে আছে। ওকে নাহয় বুঝিয়ে বলব, বাদ দে ওসব কালান্তরীর চিন্তা। বরং মাথাটাকে একটু খাটা। ইমাজিনেশন মানে কল্পনাশক্তি বলেও তো একটা জিনিস আছে। সেটাকে কাজে লাগা। তাহলেই হাজার কেন দশহাজার বছর পরের ছবিও দেখতে পাবি।

যাই, পায়ে হেঁটেই একটু ঘুরে আসি।

প্রজ্ঞাপারমিতা (বিন্তি)

নাঃ, অপদার্থের ঢেঁকিটাকে বিয়ে করাই ভুল হয়েছিল। বাপ হতে পারে, আর ছেলেকে একটা কালান্তরী কিনে দিতে পারে না। শখের জিনিস বলে তো নয়, আজকাল ইসকুলের পড়া করতেই লাগে। এ কি আর আমাদের যুগ যে একটা আল্‌ট্রা-কম্পু ছাড়া আর কিছু দরকার লাগবে না? এখন পড়াশোনায় ভালো করতে গেলে অনেক কিছু লাগে।
এই তো, কেলোদের ক্লাসে প্রজেক্ট করতে দিয়েছে, এক হাজার বছর পরে নাগরিকজীবন মানে শহরের লোকেদের ব্যাপার স্যাপার কিরকম হবে তাই নিয়ে লিখতে হবে। ওতে নাকি অনেক নম্বর থাকবে। এখন কি উপায়? এদিকে ওদের ক্লাসের অর্ঘ্যকমল, ঘন নীলাম্বর আরো কে কে সব বাড়িতেই কালান্তরী কিনে ফেলেছে। দেখ দেখি ওরা কি চমৎকার প্রজেক্ট নামাচ্ছে। কালান্তরীর সাহায্যে হাজার বছর পরের জগৎটা দেখেশুনে এসে দিব্যি লেখা লিখে ফেলছে। এদিকে আমার কেলোর অবস্থা হচ্ছে প্রজেক্ট না রিজেক্ট।

তা ঘননীলাম্বর-দের না হয় পয়সাওয়ালা বাড়ি। কিন্তু সেদিন তো দেখি এমনকি পাশের বাড়ির ঘন্টু-ঠাকুরপোও ওর মেয়ে বুঁচকির জন্য একটা পুরোনো কালান্তরী যোগাড় করে ফেলেছে। আর এনাকে দেখ! ছেলের জন্য একটা গোটা যন্ত্র কেনা তো দূরের কথা, ভাড়া করার পয়সাও নেই। অপদার্থের ঢেঁকি কি আর সাধে বলছি? ট্যাঁকখালির জমিদার কোথাকার!

রান্নাটা চাপিয়ে এসেছিলাম; ধরে গেল বোধহয়। গিয়ে দেখি একবার।

উদ্দালক (কেলো)

মা বেশ খেপে উঠেছে আমার কালান্তরী কেনার জন্য। এদিকে বাবার পকেট ফুটো, বুঝতে পারছি। ওয়েল, নো প্রবলেম। উদ্দালক আর নয় বালক। পনেরো বছর বয়স হয়েছে আমার। কালান্তরীর কথা পরে; আপাতত মগজাস্ত্রটা ব্যবহার করা দরকার।

বুঁচকিদের বাড়িতে গেলাম। বুঁচকি ক্লাস নাইনে পড়ে; সিলেবাসের ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের অংক করছিল। ওকে বললাম, তোর কালান্তরীটা ব্যবহার করা যাবে?

বুঁচকি বলল, তোমাকে সেদিন বললাম না কেলোদা, ওটা মোটেই ঠিকঠাক কাজ করছে না। ভবিষ্যতের দিকে তো যাওয়াই যাচ্ছে না। খুব বেশি অতীতেও যায় না। পঁচিশ-তিরিশ বছর মাত্র পিছনে যেতে পারে।

সন্দীপ পাল

চলবে চলবে। এটা কবেকার মডেল জানিস নাকি? ক' বছরের পুরোনো?

বাপি তো বলেছিল সোয়া-চার বছরের নতুন - বুঁচকি বললো।

ব্যাস্, ওইটুকুই জানার দরকার ছিল। সোজা চলে গেলাম সোয়া-চার বছর আগে, কোম্পানির কালান্তরী বিক্রির দোকানে। গিয়ে দেখলাম নতুন মালটা সবে বেরিয়েছে বলে তখনো কেউ ভরসা করে কিনতে পারছে না। একজন মাঝবয়স্ক ভদ্রলোক, দেখে মনে হয় পকেটে বেশ মালকড়ি আছে, সেল্‌স্‌ম্যান তাকে পাকড়ে ধরে একপিস গছাবার চেষ্টা করছে। বলছে, - গ্যারিন্টি দিচ্ছি চৌধুরিবাবু, এ যন্ত্র হাতে পেলে আর কাছছাড়া করতে মন চাইবে না। এই আপনাকে একটা ডেমো দিয়ে দিচ্ছি, একবার ঘুরে আসুন না আপনার শৈশবের সেই স্বপ্নময় সোনালী দিনগুলোতে।

আবার শৈশবে? হেঃ, বোকা পেয়েছো আমাকে? ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায়? একবারে কি যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি? ছোটবেলাতে ফিরে গিয়ে আবার মাস্টারদের কানমলা খাই আর কি।

তাহলে উজ্জ্বল রঙ্গিন ভবিষ্যতের দিকেই একটু ঘুরে আসুন না হয়।

না না থাক,তার দরকার নেই। রঙ্গিন না সাদাকালো তা কে জানে? শেষে গিয়ে দেখবো হয়তো হেঁপো রুগী কি বেতো রুগী হয়ে বিছানায় পড়ে আছি। তারপর যদি তোমাদের যন্ত্রের কোনো গন্ডগোলে আর ফিরতে না পারি? তখন কি হবে?

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, স্যার আপনাকে মিছিমিছি ওসব ঝুঁকি নিতে হবে না। আমিই আপনার হয়ে টেস্ট করে দেখছি যে ফিউচারে গিয়ে ঠিকঠাক আবার ফিরে আসা যায় কিনা।

তুমি যেতে চাইছ! - চৌধুরিবাবু আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন, - নাঃ থাক্‌গে খোকা। তুমি ছেলেমানুষ। তোমার সামনে এখনো দী-র্ঘ জীবন পড়ে আছে। থাক্‌গে বরং -

থাকবে কেন স্যার? চিন্তার কিছু নেই। আমি এই এক্ষুনি ঘুরে আসছি ফিউচার থেকে। এসে আপনাকে রিপোর্ট করব। আপনি শুধু একটুখানি অপেক্ষা করুন।

বাঃ বাঃ বেশ কথা। চমৎকার ছেলে। বেশী দূরে কিন্তু চলে যেওনা খোকা, আর ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো।

আমি ততক্ষণে ওই দী-র্ঘ জীবনকে অনেক পেছনে ফেলে রেখে কালান্তরীর নতুন ঝকঝকে ডায়াল ঘুরিয়ে পাড়ি দিয়েছি হাজার বছর ভবিষ্যতের দিকে। এই সুযোগ। আর আমায় পায় কে? যাব, দেখব, জয় করবো,- মানেওখানে ব্যাপারস্যাপার যা চোখে পড়বে চটপট নোট করে নেব।

সুখী গৃহকোণ

মা খিদে পেয়েছে, ভাত দেবে না? - কেলো চ্যাঁচালো।

বিন্তি খাবার বাড়ছিল। বলল, - তোর বাবা তো বেরিয়েছে। ফিরবে নিশ্চয়ই এক্ষুণি। তারপরে খাবি। তোর পড়াশোনা হল কিছু?

প্রজেক্ট শেষ করে ফেলেছি প্রায়। আর যেটুকু বাকি সেটুকু মাথায় আছে। নেমে যাবে; নো প্রবলেম। মেটিরিয়াল পেয়ে গেছি।

মেটিরিয়াল পেয়ে গেছিস! তুই বুঁচকিদের বাড়িতে গিয়েছিলি বুঝি? ওদের কালান্তরীতে ফিউচারে গিয়েছিলি বোধহয়। তাই না?

পাস্ট-এও গিয়েছিলাম। তিরিশ বছর আগে; একটু কমবেশীও হতে পারে। গিয়ে দেখলাম কি জানো?

কি দেখলি?

দেখলাম বাবা খাটে বসে তেড়ে স্কুলের পড়া মুখস্থ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আর রামানুজনের অংকের থিওরেম একসঙ্গে মিশে সব ঘেঁটে ঘ' হয়ে যাচ্ছে। আর ঠাকুর্দা রেগে গিয়ে বাবাকে থার্ড ডিগ্রি ধোলাই দিচ্ছে। আর -

আর কি?

আর তুমি পাশের বাড়িতে, একটা পুতুল নিয়ে খেলছ। কাঠের তৈরী একটা ছোট্ট ছেলে-পুতুল। আবলুশ কাঠ খোদাই করে বানানো।

মনে আছে আমার। ওই পুতুলটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। ওর নামটা কি ছিল জানিস তো?

কি?

ওর নাম ছিল - কেলো।

The Underground cities of Derinkuyu and Kaymakli in Cappadocia

Anish Chaudhuri (8 years)

The underground city caves at Cappadocia in the Central Anatolian region of Turkey is one of the unique highlights of the area. There are many underground cities in the region of which the two main ones are Derinkuyu and Kaymakli. Derinkuyu is the largest excavated, at 85 meters deep and has twenty discovered floors (of which only the top eight floors can be visited). Kayamakli, on the other hand, is one of the widest underground caves and has many tunnels which are still used by the local residents who access them through their courtyards. I visited the Derinkuyu underground city and I would like to share with you what I saw there.

At the entrance to the underground city of Derinkuyu

Millstone door blocking one of the entrances to the caves

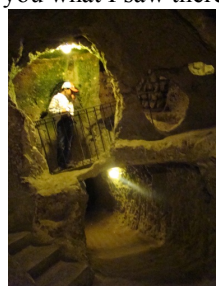

The tunnel from Derinkuyu to Kaymakli

The underground settlements were made by hollowing out soft tufa rocks found in the region. These caves were used by people during different periods: Hittite, Byzantine and Seljuk periods. They were also widely used by the Christians to take shelter from the invading armies. When an enemy attacked, big round millstone doors shut the passages at the entry points. The stone doors were very heavy. The guide told us that 13 people were needed to open them and 8 people to close them. They had holes that allowed people to see the enemy from inside. I liked the millstone doors the most because it was fascinating to think how they used to work. There are many narrow passages and tunnels in these caves. There is also a tunnel which connects Derinkuyu to Kaymakli. I walked with my dad a few yards inside this tunnel. These narrow passages and tunnels have now been lit by lights to help visitors see in the dark. I thought these dim lights have added to the beauty of the underground caves.

The underground city of Derinkuyu could accommodate up to 20,000 people. The bottom floor in Derinkuyu had a church. I saw that the floor had a cross sign. There was a school on the second floor. There were two long rows where students sat and at the head was a place for the teacher. In Derinkuyu, there was a 55 meter deep ventilation shaft which was also used as a well. There were many storage rooms, cellars and a winery. These were used to keep grains and wine. There were also large spaces which were used as meeting areas and other rooms for sleeping, eating and cooking. The top floor had stables to keep animals. I never knew that you could keep animals underground! The guide also showed us holes in the walls that were used to tie the animals to the walls.

School in Derinkuyu on second floor

Storage rooms for keeping grains and wine

I first got to know about these ancient underground cities in Turkey, last year from a TV documentary and was very fascinated by it. I convinced my parents to take me there. I am so pleased that I was able to visit such an underground settlement and learn how people lived in these caves long ago.

ডেঙ্গু

জয়দীপ দাস

ঢ্যাং কুর কুর, ঢ্যাং কুর কুর,
ডেঙ্গু এল কলকাতায় –
কানের কাছে গান শুনিয়ে
শুইয়ে দিল বিছানায়।

সন্দীপ দেবনাথ

ডাক্তার বল, বদ্যি বল,
সবাই খুব চিন্তায় –
কি করে এই গান থামাবে
আমাদের এই কলকাতায়।

মন্ত্রী বলে,
বন্ধ কর ডায়েটিং -
দেখবে সবাই
ডেঙ্গুর সাথে কেমন হয় ফাইটিং।

বিপক্ষ বলে,
ডেঙ্গু প্রতিরোধে নামব আমরা রাস্তায় –
সরকারকে
বাজিমাত করতে দেব না সস্তায়।

সন্দীপ দেবনাথ

আমি বলি,
দাস ক্যাবিনের চা – সাতবার দিনে।
দেখবেন,
ডেঙ্গু হাওয়া চিনে।

সব শুনে
ডেঙ্গুরা বসল এক মহা সভায় -
ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র,
আর নয় এই কলকাতায়।

লোকে বলল – বাহ্!
খালি বকুনিতেই হাওয়া ডেঙ্গু!
চল সবাই মিলে বলি
সাধু – সাধু।

দ্রোনাচার্যের মর্ত্যে পুনরাগমন

আনন্দ সরকার

কৈলাস পাহাড়ের চুড়ায় এক কোনে সেই সাত সকাল থেকে অপেক্ষায় বসে আছেন দ্রোণ, মানে আমাদের ভরদ্বাজপুত্র দ্রোনাচার্য। মহাদেবের ঘুমটা আজকাল বড্ড বেড়েছে। কে জানে আজকাল গাঁজার সাথে কি সব মিশিয়ে টিশিয়ে খাওয়ার ধুম পড়েছে – জব্বর নেশা হয়। এদিকে বসে বসে ঘাড়ের ব্যাথাটা আরো বাড়ল। সেই যে কুরু পান্ডবের যুদ্ধে ধৃষ্টদুম্ন ঘচাৎ করে ধড় থেকে মুন্ডুটা আলাদা করে দিল, অনেক চেষ্টা চরিত্রির করে স্বয়ং বিশ্বকর্মা জুড়তে তো পারলেন, কিন্তু ব্যাথাটা পুরোপুরি গেল কই?

সময়টা আজকাল একেবারেই ভাল যাচ্ছে না দ্রোণর। কাজকর্ম তেমন নেই, রোজগারপাতিরও হাল তথৈবচ। দুবেলা নির্বিঘ্নে বসে যে পোনা মাছের ঝোল আর চাট্টে ভাত খাবেন, সে উপায়ও হচ্ছে কোথায়? ট্যাঁকের কড়ি ফেলে অস্ত্র শিক্ষার নেবার লোক মেলাই ভার। অর্জুনটা বরাবরই ফাঁকিবাজ, ইন্দ্রলোকের নির্ঝন্ঝাট পরিবেশে এসে থেকে আরো অলস হয়ে পড়েছে। কর্ন আবার চিরকালই রাগী প্রকৃতির – যেচে তাকে ঘাটাতে যাওয়ার অভিপ্রায় হয় নাই। একলব্যর বুড়ো আঙ্গুলটা থাকলে নয় তাকে কিছু শেখানো যেত, কিন্তু তা হওয়ারও যো নেই। মাঝে মধ্যে দু চারটে ছাত্র যে জোটে না, তা নয়। তবে বেশীর ভাগই সিঁদেল চোর। কায়স্থ বাড়ীতে সিঁদকাটা অথবা স্বর্গ পুলিশের মোকাবেলায় টপাটপ দু চারটে তীর ছুঁড়ে কেটে পড়াটা আয়ত্ব করতেই তাঁদের আসা। এসব শিখাতে রুচি হয় না দ্রোণর। তাও একদিন এমনি এক ছাত্রকে চক্রবুহ্য রচনা করা শেখাতে গেছিলেন। সে ছোঁড়া এমন হাই তোলা শুরু করল, দ্রোণর মাথাটাই গেল গরম হয়ে। তাঁর উপর স্বর্গের ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের মহা হিড়িক পড়েছে আজকাল। উগ্রপন্থী না কি যেন এক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে স্বর্গে – এরা সব গণ্ডগোল পাকানোর চক্করে উঠে পড়ে লেগেছে। এই তো গত সপ্তাহে একদিন ভোরবেলাই দরজা ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গলো তাঁর। বাইরে এসেই দুটো মুশকো লোকের সাথে দেখা। ঝপ করে দাবী – AK47 শেখাতে হবে। আরে বাপু একটু সবুর কর। দ্রোনাচার্যের সময়ে আগে গাছে পাখীর দিকে চেয়ে মনঃসংযোগ বাড়ানো, তারপর ধনুক বাঁধা – এসব ব্যাপার ছিল। এ যে একেবারে প্রথমেই আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে যেতে চায়। ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতেই দুয়ে দুয়ে চার, এ দুটো কোন এক হালকা কায়দা দলের সদস্য।

এদিকে সংসারেও শান্তি নেই। গেল বুধবার লক্ষীর ঘাটে একছড়া চুড়ি দেখে গিন্নীর কেনার খুব সাধ জেগেছিল। কৃপীর আর কি দোষ – চাঁদ সদাগর আজকাল প্রায়ই মর্ত্য থেকে এমন হাল ফ্যাশনের গয়না আমদানি করছে – প্রলুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যা হোক, হেঁশেলের দুরাবস্থার কথা ভেবে কৃপী আত্মসম্বরন তো করলেন, কিন্তু মুখ যে সেই গোমড়া হল, হাসি ফোঁটার লক্ষনই নেই। এসব সাত পাঁচের মধ্যে হাটে এসে একটা উপকার হল। চাঁদের মুখে জানা গেল – মর্ত্যে নাকি এখন দ্রোণাচার্যর দারুন ডিম্যান্ড। সরকার তাঁর নামে একটা পুরস্কার চালু করেছে – নগদ পাঁচ লাখ টাকা আর একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি – খেলাধুলায় কোচিং করালেই নাকি পাওয়া যাচ্ছে।

তা সেই মর্ত্যে যাওয়ার অনুমতি চাইতেই সাত সকালে মহাদেবের দরবারে হাজিরা। দাবী শুনে মহাদেবের তো চক্ষু চড়কগাছ। বলে কি ছোকরা – যারা ফি বছর পাঁচ পাঁচটা দিন প্যান্ডেলের কোনায় তাকে বসিয়ে একটু যত্ন আত্মি করে না, সেই মর্ত্যেই যেতে চায়! যা হোক, অনেক জোরাজুরিতে অবশেষে নিমরাজি হলেন মহাদেব। কথা হল, তিন মাসের মধ্যেই তাঁকে ফিরতে হবে। মর্ত্যে পৌঁছানোর লাইসেন্স তো পাওয়া গেল,

কিন্তু কোন খেলার সাথে জড়াবেন? দ্রোণাচার্য পুরস্কারের তালিকা দেখে অবাক হওয়ার অবস্থা। লন্ডন অলিম্পিকে ভারত হকিতে দ্বাদশ স্থান পেয়েছে (যত্নবান পাঠিকা নিঃশ্চয়ই অবগত আছেন যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল বারোটি দল) – অথচ ফি বছর একজন করে হকি কোচ পুরস্কার পেয়ে চলেছেন। টেবল টেনিসে জনৈক কোচকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এ বছর – ভারতীয়দের মধ্যে একটি ছেলে কোনক্রমে প্রথম

রাউন্ডের বাঁধা অতিক্রম করেছে, মেয়েটি প্রথমেই গো হারা হেরে বিদায় নিয়েছে। ভারত সরকার বেশ উদার হয়েছে। দ্রোণর মনটা আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যা হোক, তিরন্দাজীর প্রতি চিরকালই দ্রোণর একটু দুর্বলতা ছিল। ওখানেই না হয় শুরু করা যায়। এক সকালে সোজা গিয়ে হাজির লিম্বারামের বাড়ি। লিম্বা ভারতীয় তিরন্দাজী দলের শিক্ষাগুরু। লিম্বার বাড়ি গিয়ে "বাড়ি নেই, দেখা হবে না" গোছের জবাব পেলেন দ্রোণ। শোনা গেল ইদানিং ভারতীয় দলের সদস্য দীপিকা, জয়ন্তরা লিম্বার এমন পিছনে লেগেছে, যে লিম্বা ভয়ে সিটিয়ে আছে। তীর ধনুক শিক্ষাগুরুর এমন দুরবস্থা দেখে খুবই দুঃখিত হলেন দ্রোণ। জয়ন্তরা নাকি বিদেশী শিক্ষাগুরু চাইছে।
ভারতবর্ষে আজকাল ক্রিকেট নামক একটি ক্রীড়ার খুবই জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এখানে আবার একজন বিলাতী শিক্ষাগুরুও জুটেছে। খেলাটার ব্যাপার স্যাপার বোঝার তাগিদে দ্রোণ গিয়ে হাজির হলেন ক্রিকেট শিবিরে। দক্ষিণ গোলার্ধের মাউরি উপজাতিদের (বুদ্ধিমান পাঠিকা নিঃশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন নিউজিল্যান্ড দলের কথা বলছি) একটি দল এসেছে। তাদের সাথে সম্মুখ সমর আগামীকাল। ভারতীয় দল গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষাগুরুর নির্দেশ শুনবে বলে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল। দ্রোণ যে দিন দলপতির দায়িত্ব নিলেন, সেদিন সকলে এমন গোল হয়ে তাঁর পরামর্শ শুনছিল। জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, কর্ণ – কত সব বীর সেনানি। কিন্তু একি? ওই যে এদিকে চলে আসছে – ওই ছোকরাই তো ধোনি – ভারতীয় অধিকায়ক। শিক্ষাগুরুকে পাত্তা না দিয়ে একে একে সব কেটে পড়েছে, অবাক কান্ড! খোঁজ নয়ে জানলেন, এদের সব বিজ্ঞাপনে অভিনয় করতে যাওয়ার তাড়া।

যাচ্চলে, জনপ্রিয় ক্রিকেট খেলায়ও শিক্ষাগুরুর এই দুর্দশা দেখে দ্রোণ যারপরনাই দুঃখিত হলেন। এরপর একমাস ধরে ভারতের নানান কোনে ঘুরে একই অভিজ্ঞতা হল – প্রশিক্ষকদের বড়ই দুর্দিন। কোলকাতার প্রাচীন ফুটবল দলগুলিতে প্রশিক্ষকরা কর্মকর্তাদের হাতের পুতুল। ভারোত্তলন, সাঁতার, কুস্তিতে খেলোয়াড়রা শিক্ষাগুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনার তোড়জোড় চালাচ্ছে। এসব দেখে ঘেন্না ধরে গেল দ্রোণর।

তবে আধুনিক ভারতবর্ষে ভালো যে কিছু নেই, তা নয়। এই তো যে ছোট্ট গন্ডগ্রামে দ্রোনাচার্য তালিম দিতেন তাঁর শিষ্যদের, সেই গুরগ্রামের (গুরগাঁওন) ভোল পালটে গেছে। ঝাঁ চকচকে সরণী, বড় বড় বাড়ি আর চারদিকে কত আলো। এক পাশে আবার তাঁরই নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয় চালু হয়েছে। এসব দেখে দ্রোণ বিলকুল ফুরফুরে মেজাজে। কিন্তু বাস্তবে ফিরতে বেশী সময় লাগল না। মহাবিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষীরা তাঁকে ভেতরে ঢুকতেই দিলে না। বুড়ো মানুষটার সচিত্র পরিচয়পত্র না থাকায় এই হুকুম। আহা কি মুশকিল! তাঁরই নামে মহাবিদ্যালয় বোঝাতে গিয়েও লাভ হল না। ব্যাজার মুখে দ্রোণ এবার বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিলেন। মর্ত্য অতি খাজা জায়গা। কৃপীর জন্যও মনটা ব্যাকুল। হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। যে কুয়াটার ভিতর থেকে তীর ছুঁড়ে বল বার করে কৌরবদের অবাক করে দিয়েছিলেন – তাঁরই পঞ্চাশ হাত উত্তরে এক ঘড়া মোহর পুতে রেখেছিলেন। সেই যেবার দ্রুপদ পরাস্ত হল, তখনকার কথা। এদিকটায় বড় বাড়ি বিশেষ নেই, তাই খোঁড়াখুঁড়িও অপেক্ষাকৃত কম। অল্প চেষ্টাতেই মোহরগুলো উদ্ধার করলেন দ্রোণ। ব্যাস, আর তাঁকে পায় কে? সোজা স্বর্গ পথে হাটা লাগালেন।

এই ক'দিনে মর্ত্যে গিয়ে আজকালকার প্রশিক্ষকদের দৈন্যদশা দেখে মনটা খুবই খারাপ তাঁর। আর শিক্ষাগুরু হওয়ার কোন বাসনাই নেই তাঁর। স্বর্গে পৌঁছুলেন ভোরবেলায়। এবার মনটা ভালো না করলেই নয়। ভীমের মিষ্টির দোকানে ঢুকে প্রথমেই একসের জিলিপি আর জিবে গজা কিনে ফেললেন তিনি। পৈত্রিক গোলজোগে অশ্বিনী ভাইদের ডেকে নিলেই চলবেই ক্ষণ। একজোড়া ইলিশ, একটা ডুরে শাড়ি আর একগাছা চুড়ি কিনে এবার তাঁর বাড়ি ফেরার পালা।

International Mother's Language Day

Tirthadeep Sanyal — 15 yr

The world recognizes 21st February as the international mother's language day. It is not only commemorated in Bangladesh, where on this day in the year of 1952, a number of students and citizens sacrificed their lives to the Pakistani rulers for sustaining their mother language, Bengali.

In 1948, the Pakistan leaders declared that Urdu shall be the only official language of West and East Pakistan, despite the fact that the majority of the total population of Pakistan who resided in the East part spoke in Bengali. A number of university students and citizens alike formed a campaign known as the "Language Movement" to persuade the Pakistan government to recognize Bengali as one of the official languages of Pakistan. Although it was a peaceful protest, Pakistani policemen fired bullets at the mammoth rally of the protesters on the streets of Dhaka, the capital city of present Bangladesh. Killed Salam, Rafique, Barkat and a number of students and general people and severely injured many innocent citizens causing national controversy. In the aftermath of the movement, the Pakistan government declared Bengali as the second national language of Pakistan. As Bengalis we are proud of our ancestors who joined forces to assist in the survival of the Bengali language. For them we are now able to speak, read, write, sing and even dream freely in Bengali. The Language Movement of 1952 was the foundations of which the movement of the independence of Bangladesh occurred. This is why the name of the country bears its own language Bangla (Bengali).

A monument has been erected near the Dhaka University campus for commemorating the contribution of the students and citizens who are now declared as shaheeds (those who sacrificed their lives for protecting their mother language). It is known as the Saheed Minar. Since then, February 21st has been recognized as the Mother Language day in East Pakistan and afterwards, in Bangladesh. A huge number of rallies pass through the Shahid Minar singing the great song: "Amar Vai-er Rokte Rangano Ekushe February Ami ki bhulite Pari?" (Can I forget the 21st of February when my brothers sacrificed their lives?) In the August of 2010, I went to Shahid Minar in Dhaka to pay my respects to the martyrs of the mother language movement.

Bengalis commonly arrange book fares and cultural programs for the mass use of Bengali language all along the month of February every year. In 2010, my grandfather (Professor Shekhar Kumar Sanyal) had also published his first book, "Parjataker Diary" (The Diary of a Traveler) in the "Ekushe Boi Mela" (book fare of February 21st).

Now the 21st of Febuary is not only celebrated by Bengalis, but by people of many of the countries of the world. United Nations and UNESCO (United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization) officially declared the 21st of February as International Mother's Language Day on November 17th, 1999. At present about 188 countries have this day on their official calendar.

You will be happy to know that the idea of celebrating this day worldwide was initiated in the North America. A group of multi-cultural people of Vancouver, BC established Lovers of International Mother's Language Club with initiation of two Bengali-Canadians: Mr. Rafiqul Islam and Mr. Abdus United Nations through Bangladesh government. All countries including Pakistan supported the proposal. The main objective of the proposal was to save the mother languages of the world similarly as how we are taking steps to save plants, animals and birds. February 21st is no longer considered a memorable day of Bangladesh, It is now a day for all native and mother languages ever spoken in the world.

UNESCO Poster

The Government of Canada also celebrates the Mother language day. They have made a monument in Surrey, BC in honor of International Mother's Language Day. This day is currently celebrated in schools of the Greater Vancouver area. Ontario has included this day on their calendar. In May 2009, the Government of Ontario has passed a motion to celebrate this day provincially. To continue this "snowball of success" need to persuade the same to the government of Washington and the Greater Seattle Area.

Why many countries around the world are celebrating this day? Not many places are danger-free from the extinction of languages. Many people are forgetting their mother tongue mainly because of the dominance of other languages. Many of the languages that the First Nations have known have perished. According to statistics, there were originally 6000 recorded languages but because a vast amount people have forgotten their mother languages over the generations, about half of the total numbers of languages are in danger. From that number, about 1040 are critically or severely endangered. 300 languages have become extinct over the last 3 generations and the remaining 1660 are either dominant, simply not endangered or in some level of danger of being extinct. Of the 121 American Native Languages in Canada, only 6 are fully functional, 10 are completely lost and others are gradually declining.

Language is the tool of communication and education. It is also the basis of culture. If you do not nurse all languages, you will lose them from the world. Accordingly, a huge number of old famous songs, poems and literature written and spoken in different languages can never be read or translated. Even many scientific researches in native languages will be lost. There are many talents from those who are from different heritages but have equally contributed to the development of science, arts, and

medicine in their own languages. If those languages are completely diminished, Historical teachings, ideas and work could never be translated or passed down, and will be unknown to us forever. Thus language diversification plays important roll in exploring our knowledge of science, literature and cultures spread

If language diversification is practiced in all countries, the people of different heritages feel honored to see their own mother languages are honored. They will be motivated to respect others coming of different heritages and strengthen their own. The national atmosphere will be more friendly and respectful to others' norms and customs. They will be motivated to follow rules and regulations of the country.

Moreover, people tend to become more creative when they can share their experiences in their mother languages. If their language is forgotten, part of their creativity would decline, losing connections to their inner abilities. On the other hand if they would know their mother languages, they could contribute in the development of their own nation by providing beneficial things from their own culture and heritage to others. Protecting the languages with the threat of extinction is as important as to protect rare animals and plants in the earth.

People can preserve their mother languages by simply practicing in family and associations of the same ethnicity. Many of my friends, both younger and older, only speak in English with their parents and siblings because they either did not learn or simply disregarded their mother tongue.

A language protection bill can be passed in Canadian parliament and Congress/ Senate of USA so the people of declining languages have the motivation and will practice and share their own language from generation to generation. We have to preserve the living languages now and forever. No languages should be lost like the mighty dinosaurs of prehistoric Earth. We are now hopeful that United Nations has taken actions worldwide against the massive decline of languages and that the people of the world do the same.

বৃশ্চিক*

দেবব্রত দে এবং সুজয় চট্টোপাধ্যায়

[Seattle অঞ্চলের বাঙ্গালিদের দুর্গাপূজোর মন্ডপের বাইরে, দুই বাঙ্গালি ভদ্রলোকের কথোপকথন।]

১ম ॥ Seattle-এ নতুন নাকি, দেখিনি তো আগে।

২য় ॥ বছরখানেক হোল, তবু নতুন নতুন লাগে।
(এই) নতুন লাগার একঘেয়েমি কাটানো নয় সোজা—
গোদের ওপর একই নিয়ম, এক জীবনের বোঝা।

১ম ॥ পুজোয় জাগে হৃদয় জুড়ে নতুন প্রানের আশা।
পুজো হোল পরিচয়ের, মেলামেশার ভাষা।
পুজো মানে নতুন কথায় পুরোনো সেই মজা।
পুজোর আসল অর্থ হোল নতুন মানে খোঁজা।

২য় ॥ নতুন মানে—নতুন পোষাক, নতুন জুতোর খোঁজ,
নতুন মানে এমন, যা যায় না পাওয়া রোজ।
খুঁজতে মানে নতুন কিছু ভাল লাগে, ঠিক।

১ম ॥ তাহলে আর চিন্তা কি? আজ দেখুন "বৃশ্চিক।"

২য় ॥ বৃশ্চিক মানে রাশি, আর অন্য মানে বিছে।
কুসংস্কারের কামড় খেয়ে মরব শেষে মিছে?

১ম ॥ না না, ওরা অমন ভাবে কামড়ায় না ভাই।
নাটকের এক দল, স্রেফ নিয়েছে নামটাই।
সম্পর্কের টানাপোড়েন, নানা সমাজ ব্যধি,
সে'সব নিয়েই নাটক করে—সেটাই যে পরিধি।

২য় ॥ ঐ পরিধির বাইরে জীবন থাকে নাকি বাকি?
শাশ্বত যে জীবনসূত্র—এমন নাটক সে কি।
যুগযুগান্ত যে সব কথার জবাব মেলা ভার,
এক নাটকে উত্তর সব পাব উপহার?

১ম ॥ সব কথারই মানে কি ভাই এক নাটকে পাবে?
দুঃখহাসির কথা কি ভাই সবই বলা যাবে?
বছর বছর নাটক করে, নতুন নতুন করে।
একটা হোলে অন্য প্রশ্ন জাপটে তারা ধরে।
মানুষের মন, কান্নাহাসি—ওদেরই কারবার।
Seattle-এর নাট্যপ্রেমী দেখেছে বারবার।
সরু সুতোয় হেঁটে ওরা লড়াই লড়ে বাঁচার,
মাঞ্জা দেবার ক্ষমতা নেই, ওরা যে amateur।

*©Debabrata Dey and Sujay Chattopadhyay. All rights reserved. Staging or distribution without permission is strictly prohibited.

কখনও ভাবায়, কখনও কাঁদায়, আঁতলামির অম্বল—
কখনও আবার অবুঝ সবুজ হাসিই সম্বল।
খারাপ বলুক, ভাল বলুক, সবাই ভালবাসে।
Seattle-এর নাট্যপ্রেমী থাকে ওদের পাশে।

২য় ॥ এত বছর নাটক করেও হয় নি ওদের সারা?
পয়সা দিয়ে দেখব সেটা—নয় এ পকেটমারা?

১ম ॥ মঞ্চ লাগে, পোষাক লাগে, খরচ আছে আরও।
দশ dollar-ই প্রবেশমূল্য, কমাতে কি পারো?
পুজোর নাটকটা ভাই কিন্তু প্রবেশমূল্যহীণ।
দেখতে এসো, লাগবে ভাল, কাটবে ভাল দিন।

২য় ॥ বিনে পয়সায় হচ্ছে যখন হাজির হ'ব ঠিক
সময় তা যাক, তবু তো দেখা হবে বৃশ্চিক।
একটা কথা বলব দাদা, পাবেন নাকো shock—
আমার আবার বহুদিনের stage-এ নামার শখ!
বৃশ্চিককে এই কথাটা বলে দেবেন ভাই?
ভালবেসে ডাকে যদি, নামতে আমি চাই।

১ম ॥ একশবার, হাজারবার—বলব বই কি কথা।
বৃশ্চিকও চায় নতুন মানুষ, সেটাই তাদের প্রথা।
নতুন প্রানের জোয়ার ছাড়া মন ভরে না, তাই
ভালবাসার নতুন পরশ, প্রানের ছোঁয়া চাই।

জমিয়ে

A Facebook Interview

By

Sohini Saha Bandopadhyay

Sohini Saha Bandyopadhyay

Hello..

আমার নাম সোহিনী। আমি Seattle এ এই কিছু মাস হলো এসেছি। এসে থেকেই কেমন যেন মনেহচ্ছে কি যেন একটা খুঁজছিলাম। খুঁজছিলাম বন্ধু। কিন্তু যে সে বন্ধু নয়ে। খুঁজছিলাম এমন বন্ধু যারা ঠিক আমারি মতন। গান পাগল। আর সেই খুঁজতে খুঁজতে তোমাদের band এর নাম তা চোখে পড়ল। "বৃষ্টি"..! জানো তো, এই নাম টা আমার খুব প্রিয়। আমি বৃষ্টি খুব ভালবাসি। তাই Seattle ও আমার বেশ লাগছে। বৃষ্টির মেঘ, বৃষ্টির গন্ধ, বৃষ্টির শব্দ, সব ই আমার বেশ লাগে। তাই তোমাদের band এর নাম টা শুনে বেশ interested হলাম। তা ছাড়া, America তে আমাদের বেশি দিন এখনো হয়নি। India তে বাংলা band শুনে কেটেছে আমার teenage টা | তাই বাংলা band এর কথা শুনলেই খুব জানতে ইচ্ছে করে তারা করা, কি করে ইত্যাদি। তাই তোমাদের বিষয়েও খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

তোমরা করা ? মানে "বৃষ্টি" কে বা কারা ?

Somak Chattopadhyay

বৃষ্টি তে এই মুহূর্তে আমরা ১০ জন |
ঐশ্বর্য - আমাদের মধ্যে বয়েসে সবথেকে ছোট। অসাধারণ গিটার player |
রুবেন - ও যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট বজায় না, আমরা এখনো সেটা বুঝে উঠতে পারি নি |
অভি - গান -ই ওর জীবন. গলার যা range, যে কোনো গান -ই একটা প্রান সঞ্চার করতে পারে |
সন্দীপ - আমাদের কিশোর কন্ঠি। গলায় কি যেন এক জাদু আছে. ওর আরো একটা ইম্পর্টান্ট রোল আছে। আমাদের দলের ডাক্তার। যদি দরকার হয়ে পড়ে!!
সুশান্ত - ৩ বছরের মধ্যে গোড়া থেকে ড্রাম শিখে, এখন আমাদের দলএর নার্ভ সেন্টার |
সায়ন - বাস – গিটার| ১ বছরের মধ্যে শিখে নিয়েছে| তবে এখন aspiring lawyer .
সিয়াটেল ছেড়ে NY চলে গেছে। He will be missed dearly.
অভিষেক - তবলা এবং other percussions . কিন্তু ওর গান-এর ওপর ভালবাসা ওকে ক্লাসিকাল ভোকাল -এর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
বোধি - অসাধারণ musician. ভীষণ ক্রিয়েটিভ এবং এক্সপেরিমেন্টাল। পিয়ানো, গিটার, তো বাজায়, তা ছাড়া গান-ও গায়।
গৌরাঙ্গ - আমাদের মধ্যে একমাত্র অবাঙালি। প্যাশনেট পিয়ানো আর কীবোর্ড প্লেয়ার।

আর আমি সোমক, এই সব অসাধারণ musician দের সঙ্গে থাকা আর এদের থেকে নতুন কিছু শেখা, আমার প্রধান contribution.

Sohini Saha Bandyopadhyay

আচ্ছা ! বাহ ! তবে "বৃষ্টি " নাম টা কেন ?

Somak Chattopadhyay ab

একটা unique নাম খুজছিলাম। সেদিন সকাল থেকে-ই বৃষ্টি। মাঝ রাত্রে এই নাম টা মাথায় এলো (courtesy সহধর্মিনী)। নাম টার সাথে Seattle এর একটা খুব নিবিড় যোগাযোগ ! তা ছাড়া, বৃষ্টি থেকেই জগত-এ প্রাণ-এর সৃষ্টি। আমরাও Seattle -এর বাংলা সমাজে একটা নতুন প্রাণ আনতে চেয়েছিলাম। তাই নাম টা মনে ধরেছিল। তার পরে সবার সাথে আলোচনা করতে করতে, সবার-ই নাম টা পছন্দ হলো। তাই নাম টা থেকে গেল। এখন আবার আমাদের অনেকে "বৃষ্টি Boys" বলে refer করছে। Not bad!!

Sohini Saha Bandyopadhyay

"বৃষ্টি boys"...!! সত্তি ই not bad..!! 🙂

আচ্ছা.. "বৃষ্টি" কবে প্রথম তৈরী হ'ল?

Somak Chattopadhyay ab

বৃষ্টি -র history ? ২০০৫, পুজো-র আগে, চা আড্ডা চলছে, পুজো-তে কিছু করার কথা ভাবছি। তখন-ও নাম কিছু ঠিক হয়নি। আমরা কজন একা গিটার আর একটা কঙ্গো নিয়ে গান ধরলাম পুজো-তে -- "শহর-এর উষ্ণতম দিনে ..." আর "বন্ধু তোমায় এগান শোনাব বিকেল বেলায়.." সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। তার পরে "কত জন এলো গেল, কত জন-ই আসবে" , শুধু আশাকরি বৃষ্টি-র গানের জোয়ারে যেন কোনদিন ভাটা না আসে।

Sohini Saha Bandyopadhyay ab

কি ধরনের গান কর তোমরা ?

Somak Chattopadhyay about

আমরা বিভিন্ন ধরন-এর গান গাই । রবীন্দ্র, নজরুল থেকে শুরু করে বাউল, Rock , Blues . চন্দ্রবিন্দু -র ব্যঙ্গ ভরা গান থেকে, ভক্তি মূলক শ্যামা সঙ্গীত । কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ যা বলে গেছেন, "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, তোমারে করেছি রচনা" । আমরা-ও তাই সব গান-কেই আপন করে নিয়ে আমরা একটা নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি । তা ছাড়া আমাদের নিজেদের লেখা গান-ও তো আছে । আমরা চেষ্টা করি, কিছু জনপ্রিয় গান আর কিছু আমাদের পছন্দের গান মিশিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান গুলো করতে । তাতে আমদের-ও নানা রকম গান করা হয়, আর দর্শক দের-ও কিছু নতুন গান শোনা হয় । যে গান আমাদের প্রাণে নাড়া দেয়, আমরা সেই গান-ই করি ।

Sohini Saha Bandyopadhyay ab

কোথা থেকে তোমরা এই দল গড়ার অনুপ্রেরণা পেলে?

Somak Chattopadhyay about

বৃষ্টি কিছুটা organically grow করেছে । আমরা কজন বাংলা গান নিয়ে খুব উত্সাহী ছিলাম । Seattle -এ বাংলা গান চর্চা করার সেরকম কোনো প্লাটফর্ম ছিল না । আমরা দু-তিন জন শুরু করেছিলাম গিটার নিয়ে গান বাজনা করা । উত্তরণ এবং Seattle -এর সঙ্গীতপ্রেমী দের support এবং ভালোবাসাই, আমাদের এই গান-এর দল-এর সব থেকে বড় অনুপ্রেরণা ।

তারপরে, আসতে আসতে, অনেক ভীষণ talented musicians আমাদের দল-এ এসেছে গেছে । তারা প্রত্যেকেই আমাদের দলকে গড়ে তলার পেছনে ভীষণ ভাবে কাজ করেছে । আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে, আরো বড় করে দিয়ে গেছে । আজ বৃষ্টিতে যে যন্ত্র শিল্পীরা আছে, তারা ভীষণ talented , creative আর original. তাদের জন্য বৃষ্টি শুধু একটা প্লাটফর্ম নয়, এটা তাদের কাছে একটা creative outlet. আমাদের সবার কাছেই তাই । আমরা শো-এর থেকে বেশি আনন্দ পাই rehearsal -এর সময় । এই আনন্দই আমাদের বেড়ে ওঠার সব থেকে বড় রসদ ।

Sohini Saha Bandyopadhyay

তোমাদের role model কে বা কারা ?

Somak Chattopadhyay

আমরা সবাই বিভিন্ন রকম গান শুনি । আর সেই সব গানই আমাদের অনুপ্রেরণা দেয় চন্দ্রবিন্দু, ক্যাকটাস, ভূমি, Crosswinds, ফসিলস, পরশপাথর, লালন ফকির, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মহিনের ঘোড়াগুলি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুমন চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, সবাই আমাদের নানা ভাবে influence করেছে এবং করে চলেছে ।

Sohini Saha Bandyopadhyay

তোমাদের একান্ত-ই নিজেদের কোনো গান আছে ? সেটা সম্বন্ধে কিছু বল ।

Somak Chattopadhyay

হাঁ, আমাদের প্রথম গান । সেটা মনেহয় ২০০৮ । সিয়াটেল-এর অসাধারণ summer আমরা এক বন্ধুর বাড়িতে barbeque করছি । আমরা লনে বসে আড্ডা মারছি আর গিটার নিয়ে গান বাজনা করছি । সব মিলে যাকে বলে গুষ্টি-সুখ । সামনে Puget sound. সেটা পেরিয়ে মাউন্ট রেইনিয়ার । কিন্তু, মনটা মাঝে মাঝে-ই কেমন উদাস হয়ে যাচ্ছিল । চলে যাচ্ছিল সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, গ্রাম বাংলার কোনো প্রান্তে । সেখানে কোনো রাখাল ছেলে হয়ত আজও তেঁপু বাজিয়ে খেলে বেড়ায় । কাল বৈশাখীর ঝড়ের ঠিক আগে হয়ত হঠাত থমকে দাড়ায় দুরন্ত কোনো দুপুর ।

সেই, সবকিছু পেয়ে-ও কিছু না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে-ই আমাদের গান "সাত সমুদ্র" ।

Sohini Saha Bandyopadhyay

বৃষ্টি-র গান তোমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কিভাবে পৌছে দিতে চাও ?

Somak Chattopadhyay a

আমরা বৃষ্টি-র সাথে সাথে, ছোটদের নানা রকম গান শেখাই । ছোটদের ২ টো দল আছে ।

টাপুর টুপুর - এরা ৭-৮-৯ বছরের ছেলে মেয়ে । ভীষণ এনার্জি আর উত্সাহের সাথে বাংলা গান শেখে ।

ইলশেগুড়ি - এরা সত্যি-ই গুড়ি গুড়ি, একদম পুচকে । ৪-৬ বছর-এর । ভীষন cute.

এরা সবাই বৃষ্টির প্রোগ্রামেই গান গায় । এদের success দেখে, এদের বাবা মা রাও এর গান -এর দল শুরু করবে বলে দাবি করেছে । নাম হবে ঝড়!!! As if there is not enough cloudy days in Seattle!!

Sohini Saha Bandyopadhyay

বাহ ! দারুন ! ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির শব্দ সারা পাড়া কে জাগিয়ে তোলার আগে আওয়াজ করে -"টাপুর-টুপুর".. আর বাঙালির গর্ব - ইলিশ মাছ - আর তার ছোট ছোট ডিম যেটা ফুটলেই কিছু দিনের মধ্যেই হয়ে উঠবে বাঙালির প্রিয় পাকা ইলিশ !! আর সেই গুড়ি গুড়ি ফোঁটার মতন দল, তাদের নাম হলো - "ইলশেগুড়ি" । অসাধারণ !

তাহলে কি বৃষ্টির future শুধুই "টাপুর-টুপুর" আর "ইলশেগুড়ির" কাঁধে ? নাকি সেটা নিয়ে তোমরা আরো কিছু ভাবছো ?

Somak Chattopadhyay

বৃষ্টি গত কয়েক বছর ধরে yearly একটা করে অনুষ্ঠান করেছে । আমরা আনন্দ আর ভালো কাজ একসাথে করে এসেছি । প্রত্যেক বার কোনো না কোনো দাতব্য সংস্থার জন্য fund raise করেছি । গত কয়েক বছর অমৃতা-সিয়াটেল-এর জন্য । ওরা কলকাতায় ভীষণ ভালো কাজ করছে । এই বছর প্রথম আমরা সিয়াটেল-এর বাইরে, Houston (Texas) এ, ওভারিয়ান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন- এর জন্য fund raise করলাম । Houston -এর অনুষ্ঠান ওখানে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে । ওরা আমাদের আবার ডাক চায় । এ ছাড়া আমরা আমেরিকা-র অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠান করতে চাই । আমাদের নিজেদের লেখা গান, আমেরিকার নানা শহরে ছড়িয়ে দিতে চাই । তার সাথে যদি পৃথিবীর পিছিয়েপড়া মানুষদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারি, তাহলে তো কোনো কথাই নেই

Sohini Saha Bandyopadhyay

তোমাদের দল এর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পেরে খুব ই ভালো লাগছে । তোমরা যে গান ছাড়াও philanthropic কাজে যোগদান করে থাকো সেটা জেনেও খুব ভালো লাগছে । যদিও তোমাদের গান শোনা হয়নি এখনো, আশা করছি আগামী দিনে সেই আশা ও পূর্ণ হবে শীঘ্রই । আর এখনকার এই internet বা facebook এর যুগে পৃথিবী টা যে কতটা ছোট হয়ে 'বোকা বাক্সে বন্দী ' হয়েছে সেটা বুঝতেই পারছি । কিন্তু বাক্স টা সত্যি বোকা কিনা, আর পৃথিবী টা সত্যি ছোট হয়েছে, না বৃহত থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠছে, সেটা আলোচনা সাপেক্ষ । তবে এটুকু বুঝতে পারছি, আমরা যারা দেশ বিদেশে ঘুরছি পেশার খাতিরে, তাদের পুরোনো দিন গুলো ফিরে পাবার আশা যে তোমরা এত সুন্দর ভাবে পূরণ করতে পারছ, সেটা দেখে সত্যি এ খুব খুব ভালো লাগছে ।

Wish you all the best to you and your band members..! ROCK ON..!!

Sohini

Somak Chattopadhyay 1

খুব ভালো লাগলো সোহিনী তোমার সাথে আলাপ হয়ে । নিশ্চয় দেখা হবে । ভালো থেকো ।

- সোমক

UTTORON THANKS THE FOLLOWING SPONSORS FOR THEIR SUPPORT AND SPONSORSHIP

ASHTAMI PUJA

Debjani & Surojit Chaudhuri
Supriya & Abhishek Bagchi
Soma & Sujoy Paul
Mallika & Biswajit De
Upasana & Alok Sinha
Mampi & Niranjan Adhikary
Debala & Arun Das
Rumela & Kunal Gangopadhyay

SANDHI PUJA

Smriti & Pradip Saha
Keka & Sandeep Mukherjee
Estela & Syamal Raychaudhuri
Angana & Rajarshi Ray

SAPTAMI PUJA

Sumana & Debabrata Dey
Barnali & Shivaji Dutta
Sayan Saha
Susmita & Subrata Sarkar

SHASTHI PUJA

Ratula & Kaushik Chakrabarti
Rumona & Amitava Lahiri
Susmita and Somak Chattopadhyay

NAVAMI PUJA

Mausumi & Dibyendu Mukherjee
Madhurina & Sumit Roy

SINDOOR KHELA

Estela & Syamal Raychaudhuri
Saimoon & Indranil Banerjee
Nabonita & Chiranjib Sarkar
Puspita & Barun Majumdar

SWEETS

Suparna & Jayanta Banerjee (all Puja, Sat-Sun)
Esha & Ashok Bhattacharya (Ashtami)

OTHER

Sharmilli & Subha Bhattacharyay